



বেসিক ফটোগ্রাফী-

২০১৮

সূচীপত্র

অধ্যায়-০১	4
ডিজিটাল ক্যামেরা এবং ডিজিটাল ফটোগ্রাফির নানা বিষয়	4
অধ্যায়-২.....	10
ভাল ছবি উঠানোর নিয়মকানুন.....	10
অধ্যায়-৩.....	15
কখন কোন মোডে ছবি উঠাবেন.....	15
অধ্যায়-৪.....	17
সঠিক এক্সপোজার ব্যবহার করুন.....	17
অধ্যায়-৫.....	19
ট্রাইপড কেন ব্যবহার করবেন	19
অধ্যায়-৬.....	22
ফ্লাশ কখন ব্যবহার করবেন না	22
অধ্যায়-৭.....	24
ডেপথ অব ফিল্ড	24
অধ্যায়-৮.....	26
জেপেগ বনাম র মোড	26
অধ্যায়-৯.....	28
প্যানোরামা	28
অধ্যায়-১০	30
পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি	30
অধ্যায়-১১.....	32
ফোকাল লেন্স, এঙ্গেল অব ভিউ এবং নানা ধরনের লেন্স	32
অধ্যায়-১২	35
ক্যামেরা ব্যাগ: কি দেখে কিনবেন	35
অধ্যায়-১৩	37

সঠিক রঙের জন্য হোয়াইট ব্যালান্স ঠিক করুন.....	37
অধ্যায়-১৪	40
মুভমেন্ট ফটোগ্রাফি.....	40
অধ্যায়-১৫	42
দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন	42
অধ্যায়-১৬	45
ফটোগ্রাফির জন্য এডবি লাইটরুম ৩	45
অধ্যায়-১৭	49
ডিজিটাল এসএলআর ক্যামেরা ব্যবহার	49
অধ্যায়-১৮	53
ডিজিটাল এসএলআর ক্যামেরা ব্যবহার মিটারিং মোড	53
অধ্যায়-১৯	55
ডিজিটাল ফটোগ্রাফিতে ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন.....	55
অধ্যায়-২০	57
ডিজিটাল ক্যামেরা কিংবা মোবাইল ফোনে ফার্মঅয়্যার আপগ্রেড করা	57
অধ্যায়-২১	59
ডিজিটাল ফটোগ্রাফি: ক্যানন এসএলআর ক্যামেরা ব্যবহার.....	59
অধ্যায়-২২	63
HDR ফটোগ্রাফী	63

অধ্যায়-০১

ডিজিটাল ক্যামেরা এবং ডিজিটাল ফটোগ্রাফির নানা বিষয়

ডিজিটাল ক্যামেরার প্রসারের সাথেসাথে ফটোগ্রাফি যেমন সহজ হয়েছে তেমনি জনপ্রিয়তা বেড়েছে। আজকাল অধিকাংশ উন্নত মানের মোবাইল ফোনেই ভাল মানের ছবি উঠানো যায়। সেইসাথে আগ্রহ বাড়লে অল্পদামেই কিনে ফেলা যায় ডিজিটাল ক্যামেরা। একবার ক্যামেরা কেনার পর ফিল্মের দিনের মত খরচ কিংবা ঝামেলা কোনটাই নেই।

ক্যামেরা ক্লিক করলে ছবি ওঠে। সব ছবি কি একরকম হয় ? কিংবা সবার উঠানো ছবি কি এক মানের হয় ?



নিশ্চয়ই না। কেউ ছবি উঠান শখ করে, কারো কাছে ফটোগ্রাফি নেশার মত, কারো জন্য পুরোপুরি পেশা। যাই হোক না কেন, ভাল ছবির সাথে সম্পর্ক ক্যামেরা এবং ফটোগ্রাফি সম্পর্কে জানা। ডিজিটাল ক্যামেরা এবং ফটোগ্রাফির সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে জেনে নেয়া যাক।

সেন্সর এবং আকার অনুযায়ী নানা ধরনের ক্যামেরা

ফিল্ম ক্যামেরায় যেমন ছবি উঠানো হয় ফিল্মে, ডিজিটাল ক্যামেরায় কাজটি করে সেন্সর নামের একটি ইলেকট্রনিক বস্তু। ক্যামেরা অনুযায়ী এটা আকারে বড়-ছোট হয়। সেন্সর যত বড় ছবি তত ভাল হবে এতে সন্দেহ করার কারন নেই। মোবাইল ফোনের সেন্সর ছোট, পয়েন্ট এন্ড শ্যুট ক্যামেরায় তারথেকে বড়, প্রাথমিক (এন্ট্রি লেভেল) এলএলআর ক্যামেরায় তারথেকে বড়, মিডরেঞ্জ এসএলআর ক্যামেরায় তারথেকে বড়, প্রফেশনাল ক্যামেরায় তারথেকে বড়।

সাধারনভাবে প্রফেশনাল ক্যামেরা ৩৫মিমি ফিল্মের সমান সেন্সর থাকে, ফলে তাতে ফিল্মের মানের কাছাকাছি মান পাওয়া যায়। এই সেন্সরকে ফুল-ফ্রেম বলে।

ফুলফ্রেম থেকেও বড় সেন্সরের ক্যামেরা রয়েছে। এগুলি ব্যবহার হয় বিশেষ কাজে বা অতি-পেশাদারী কাজে। এদের সম্পর্কে এরবেশি জানা হয়ত প্রয়োজন হবে না।

কাজেই, ক্যামেরার মানের বিচারে সবথেকে পিছিয়ে মোবাইল ফোন ক্যামেরা, যত প্রচার করাই হোক না কেন। যত মেগাপিক্সেলই হোক না কেন।

এর পরের ক্যামেরার নাম পয়েন্ট এন্ড শ্যুট ক্যামেরা। সাধারনত এদের সেন্সরের মাপ ১/২.৩ ইঞ্চি। ক্যাননের পাওয়ারশট, নাইকনের কুলপিক্স, সনির সাইবারশট, প্যানাসনিক লুমিক্স ইত্যাদি এধরনের ক্যামেরা। আকারে এগুলি বুকপকেটে রাখার মত ছোট থেকে এসএলআরের মত বড় হতে পারে। অবশ্যই লেন্সের ক্ষমতা এবং অন্যান্য বিষয় অনুযায়ী আকার বড়-ছোট হয়।

এন্ড্রি লেভেল এসএলআর ক্যামেরার সেন্সরকে বলা হয় মাইক্রো ফোর থার্ড সেন্সর। এই ক্যামেরাগুলির আকার কিছুটা বড়। এদের লেন্স পাল্টানো যায়। ক্যাননের ডিজিটাল রেবেল, নাইকনের ডি৩১০০, সনি আলফা এ৩৮০ ইত্যাদি এই ধরনের ক্যামেরা মাইক্রো ফোর থার্ড সেন্সর ব্যবহার করে আরেক ধরনের ক্যামেরা তৈরী করা হয়। এতেও এসএলআরের মত লেন্স পাল্টানো যায়। পার্থক্য, এসএলআরের মত অপটিক্যাল ভিউফাইন্ডার নেই। ফলে আকারে ছোট হয়। প্যানাসনিক, অলিম্পাস, সনি এদের এধরনের ক্যামেরা রয়েছে।

মিডরেঞ্জ এসএলআর ক্যামেরাগুলি এন্ড্রি লেভেল থেকে উন্নত, সুবিধে বেশি, দাম বেশি। সেন্সর ছাড়াও আরো কিছু বিষয়ের পার্থক্য রয়েছে (আগামীতে উল্লেখ করা হবে) এই ক্যামেরাগুলিতে। ক্যাননের ৭ডি, নাইকনের ডি৯০ ইত্যাদি এই পর্যায়ের ক্যামেরা।

ফুলফ্রেম ক্যামেরাগুলিকে সরাসরি প্রফেশনাল ক্যামেরা বলা হয়। ক্যাননের ইওস মার্ক, নাইকনের ডি৭০০ ইত্যাদি এই পর্যায়ের ক্যামেরা।

মেগাপিক্সেল কি কাজ করে

মেগা শব্দের অর্থ নিশ্চয়ই জানেন। ১ হাজারে ১ কিলো, ১ হাজার কিলোতে ১ মেগা। অর্থাৎ ১ মেগাপিক্সেল অর্থ যেখানে ১০ লক্ষ পিক্সেল রয়েছে। ক্যামেরায় যখন উল্লেখ করা হয় ৫ মেগাপিক্সেল তার অর্থ সেই ক্যামেরায় উঠানো ছবিতে ৫০ লক্ষ পিক্সেল থাকবে।



পিক্সেলকে পাশাপাশি বসানো ডটের সাথে তুলনা করুন। যত বেশি ডট বসানো হবে তত বেশি যায়গা প্রয়োজন হবে। কাজেই, মেগাপিক্সেল যত বেশি হবে ছবির আকার তত বড় হবে।

মেগাপিক্সেল সম্পর্কে সবচেয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা, সেটা বাড়লে ছবির মান ভাল হয়। আসলে ছবির মানের সাথে মেগাপিক্সেলের কোনই সম্পর্ক নেই। সাধারনভাবে ৮-১০ ইঞ্চি প্রিন্টের জন্য ৬ মেগাপিক্সেল

সেন্সর যথেষ্ট। যারা বিশাল আকারের বিলবোর্ড তৈরীর জন্য ছবি উঠাবেন তাদের কথা আলাদা।

জুম আসলে কি ? কতটুকু প্রয়োজন ?

ক্যামেরার লেন্সের সাথে জুম গুরুত্বপূর্ণ একটি শব্দ। এথেকে জানা যায় আপনি কত দূরের ছবি উঠাতে পারবেন। হিসাব প্রকাশ করা হয় মিলিমিটারে। এর দুটি মান থাকে, কাছের মাপকে বলে ওয়াইড, দূরের মাপকে বলে টেলিফটো। ওয়াইড এঙ্গেলে সামনের দৃশ্যের বেশি অংশ দেখা যায়, টেলিফটোতে এই কোন ছোট হতে থাকে, ফলে ছোট একটি অংশ দেখা যায়। যেমন ২৫-২৫০মিমি, এর অর্থ ওয়াইড এঙ্গেলে ২৫ মিমি, টেলিফটোতে ২৫০ মিমি। একে ১০এক্স হিসেবে লেখা হতে পারে। এক্স অর্থ ওয়াইড এঙ্গেলের মানের গুনিতক। বর্তমানে ৩৫এক্স (৮৪০মিমি) পর্যন্ত পয়েন্ট এন্ড শ্যুট ক্যামেরা রয়েছে (ক্যানন এসএক্স৩০আইএস)।

এতক্ষন যে জুমের কথা বলা হল সেকাজ করে লেন্স। এছাড়া ডিজিটাল জুম বলে আরেকটি বিষয় রয়েছে। সফটঅয়্যার এই কাজ করে। ভাল মানের ছবি পেতে চাইলে একে হিসেবের বাইরে রাখাই ভাল।

কতটুকু জুমের ক্যামেরা ব্যবহার করবেন সেটা নির্ভর করে ছবির ধরনের ওপর। যদি পাখির ছবি উঠানোর শখ থাকে তাহলে যত বেশি হয় ততই ভাল। যদি মূলত পারিবারিক, প্রকৃতি ইত্যাদির ছবি উঠানো প্রয়োজন হয় তাহলে তত জুম প্রয়োজন নেই। কাছে থেকে ফুলগাছের ছবি যত ভাল হবে, টেলিফটো ব্যবহার করে দূর থেকে তত ভাল ছবি পাওয়া যাবে না।

এসএলআর ক্যামেরাগুলিতে একটি লেন্স খুলে আরেকটি লাগানো যায়। সেকারনে ব্যবহারকারীরা ওয়াইড থেকে সুপার টেলিফটো পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের লেন্স ব্যবহার করেন। যত দূরের ছবি উঠাতে চান তত বেশে জুম প্রয়োজন

(৩০০মিমি+)। সাধারণ কাজের জন্য কমদামী এসএলআর ক্যামেরাগুলিতে ১৮-৫৫ মিমি লেন্স দেয়া হয় কিটলেন্স হিসেবে। বিশেষজ্ঞরা বলেন ভাল পোর্ট্রেট এর জন্য প্রয়োজন ৮৫ মিমি। এজন্য ৮৫মিমি প্রাইম লেন্স পাওয়া যায়। কেউ আরো বাড়িয়ে ১৩৫মিমি কিংবা ২০০মিমি লেন্স ব্যবহার করেন।

আইএসও, এপারচার, সাটারস্পিড

ছবি উঠানোর সময় ক্যামেরার সেন্সরে যে আলো আসে তা থেকে সামনের দৃশ্যঅনুযায়ী ডিজিটাল ইমেজ তৈরী হয়। সেন্সর কি পরিমান আলোতে কতটুকু কাজ করবে সেটা প্রকাশ করা হয় আইএসও বলে একটি সংখ্যা দিয়ে। উদাহরন হিসেবে, ধরে নিন মোটামুটি আলোতে ১০০ আইএসওতে ভাল মানের ছবি পাওয়া যায়। সেখানে আইএসও ৫০ ব্যবহার করলে ছবিতে আলো কম পাওয়া যাবে। আর ২০০ ব্যবহার করলে অতিরিক্ত আলো পাওয়া যাবে। সাধারনভাবে আলো কম থাকলে সেখানে বেশি আইএসও ব্যবহার করা হয়, বেশি আলো থাকলে সেখানে কম। কাজটি ম্যানুয়াল মোডে আপনি ঠিক করে দিতে পারেন, অথবা ক্যামেরাকেই নিজে থেকে ঠিক করে নেয়ার দায়িত্ব দিতে পারেন।

লেন্সের মধ্যে দিয়ে আলো সেন্সরে যাওয়ার পথে এপারচার নামে জানালার মত একটি অংশ পার হতে হয়। এপারচার বড় করলে (জানালা বেশি খুললে) বেশি আলো ভেতরে যায়, আর বেশি আলো থাকলে তাকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য সামান্য খোলা হয়। এপারচার সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন ৪, ৫.৬, ১১ ইত্যাদি। ছোট সংখ্যা বড় এপারচার (বেশি আলো) এবং বড় সংখ্যা ছোট এপারচার বুঝায়।

আলো কতক্ষন সময় কাজ করবে সেটা নিয়ন্ত্রন করে সাটার স্পিড। বেশি আলো থাকলে অল্প সময়েই ছবি উঠানোর প্রয়োজনীয় আলো পাওয়া যায়। কাজেই সাটার স্পিড বেশি রাখতে হয়। কম আলো থাকলে সাটারস্পিড কমিয়ে বেশি আলো গ্রহন করতে হয়। এক্সপোজার নামে একটি শব্দ ব্যবহার করা হয় আলোর পরিমান বুঝানোর জন্য। এক্সপোজার বেশি অর্থ সেখানে আরো বেশি, কম অর্থ আলো কম। সেকেন্ড দিয়ে একাট প্রকাশ করা হয়। ১/৪০০ অর্থ এক সেকেন্ডের ৪০০ ভাগের একভাগ সময়।

সাটার স্পিড আপনি নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন অথবা ক্যামেরা পরিস্থিতি অনুযায় ঠিক করে নিতে পারে।

আইএসও, এপারচার এবং সাটারস্পিড এই তিনের সমন্বয়ে ভাল ছবি পাওয়া যায়। একমাত্র ম্যানুয়েল মোডে এই তিনটি পরিবর্তন করা হয়। অত্যন্ত দক্ষ ফটোগ্রাফাররাই সেটা করেন। অন্যরা যে কোন একটি বা দুটি নির্দিষ্ট করে দেন, তারসাথে মানানসই সেটিং করে নেয় ক্যামেরা।



এখানে মূলত আলোর বিষয় উল্লেখ করলেও এপারচার, সাটারস্পিড ইত্যাদির নানাবিধ ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভাল ছবি পাওয়ার জন্য সেদিকে দৃষ্টি দিতে হয়। সেকথা আগামীতে।

অটো, প্রিসেট এবং ম্যানুয়েল

অটো মোডে সমস্ত সেটিং করে নেয় ক্যামেরা নিজেই। আপনার সুবিধে হচ্ছে আদৌ কোনকিছু নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ভাল ছবি পাবেন। অসুবিধে হচ্ছে, সাটার স্পিডের উদাহরণ দেখুন। আপনি উড়তে থাকা পাখির

ছবি উঠাচ্ছেন। সাটার স্পিড বেশি থাকলে ডানার স্পষ্ট ছবি পাওয়া যাবে। সাটার স্পিড কমালে ছবি উঠানোর সময় ডানা যতটুকু সরবে ততটুকু অংশ ঝাপসা দেখা যাবে। আপনি কোনটি চান? অবশ্যই একেক সময় একেকটি। চলন্ত গাড়ির ছবি উঠানোর সময় একবার দেখাতে চান সেটার গতি রয়েছে, আরেকসময় গাড়ির সমস্ত অংশ স্পষ্টভাবে দেখাতে চান। অটো মোডে একাজ নাও হতে পারে।

কাজেই, অটো মোডে মোটামুটি ভাল ছবি পাবেন, নিজের পছন্দমত হবে এমন কথা নেই।

এখানেই ভূমিকা প্রিসেট নামে তৈরী করে দেয়া সেটিং এর। মানুষের ছবি, খুব কাছে থেকে তোলা কোন বস্তুর ছবি, গাছপালা-আকাশের ছবি, রাতের ছবি এগুলির জন্য সুবিধেজনক সেটিং ক্যামেরার সাথে দেয়া হয়। আপনার কাজ প্রয়োজনের সময় ডায়াল ঘুরিয়ে সেটা সেট করে নেয়া। সঠিক প্রিসেট ব্যবহার করলে ভাল মানের ছবি পাবেন সবসময়।

আর আপনি যদি নতুনত্ব চান, ছবি তোলা ক্ষেত্রে পুরো স্বাধীনতা চান তাহলে ম্যানুয়েল মোড। যেখানে যে সেটিং প্রয়োজন সেখানে সেই সেটিং ঠিক করে ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন। বিষয়টি যতটা জটিল মনে হচ্ছে আসলে ততটা না। ক্যামেরার অটো বা প্রিসেট মোডে গিয়ে আইএসও, এপারচার, সাটারস্পিড ইত্যাদি দেখে নিতে পারেন। তারসাথে মিল রেখে ম্যানুয়েল মোডে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারেন।

কোন ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার করবেন

ডিজিটাল ক্যামেরার বিভিন্ন বিষয়গুলি জেনেছেন। আপনি যদি ক্যামেরা কিনতে যান তাহলে কোন ধরনের ক্যামেরা কিনবেন ?

কেনার সাথে অবশ্যই দামের সম্পর্ক রয়েছে। সম্ভব হলে যতটা সম্ভব বেশি দামের ক্যামেরা পছন্দ করতে পারেন। সাথে যে বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন তা হচ্ছে, ক্যামেরার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করুন। আপনি সবচেয়ে ভাল বিশাল আকারের ক্যামেরা কিনলেন অথচ বয়ে বেড়ানোর ভয়ে সেটা বাড়িতে রেখে বাইরে গেলেন। এমন অবস্থা নিশ্চয়ই চান না। সেক্ষেত্রে এমন ক্যামেরা বেছে নিন যা সবসময় পকেটে রাখা যাবে। পরিবারের ছবি, পিকনিকের ছবি উঠানোর জন্য সাধারণ পয়েন্ট এন্ড শ্যুট ক্যামেরা যথেষ্ট হতে পারে। বাংলাদেশে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকার মধ্যে এমন ভাল ক্যামেরা পাওয়া যায়।

বিভিন্ন যায়গা বেড়াতে গিয়ে ছবি উঠানো থেকে শুরু করে রীতিমত ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী হলে সুপারজুম ক্যামেরার দিকে যেতে পারে। ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকায় এমন ক্যামেরা পাওয়া যাবে।

আর পুরোপুরি ফটোগ্রাফার হতে চাইলে, সবচেয়ে ভাল মানের ছবি চাইলে অবশ্যই এসএলআর। প্রাথমিক মানের এসএলআর ৪০ হাজারের মধ্যে পাওয়া যাবে, মধ্যম মানের ক্যামেরা ১ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। তারচেয়ে ভাল ক্যামেরা যারা খোঁজ করেন তাদের হয়ত পরামর্শ প্রয়োজন নেই।

ভাল ক্যামেরার সাথে ভাল লেন্স, ইমেজ প্রসেসর ইত্যাদি আভ্যন্তরিন বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই খ্যাতিমান কোম্পানীর ক্যামেরা কেনা নিরাপদ। ক্যানন এবং নাইকন উন্নতমানের ক্যামেরা নির্মাতাদের মধ্যে সেরা। এর বাইরে সনি, প্যানাসনিক, ফুজিফিল্ম, স্যামসাং, পেনটাক্স এদের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন।

অধ্যায়-২

ভাল ছবি উঠানোর নিয়মকানুন

ক্যামেরা যত ভাল ছবিও তত ভাল, কথাটা কিছুটা সত্য তো বটেই। কিন্তু সাধারণ ক্যামেরা ব্যবহার করে চমৎকার ছবি উঠানোর উদাহরন কম নেই। দামী এসএলআর হোক আর সাধারণ পয়েন্ট এন্ড শ্যুট ক্যামেরা হোক অথবা মোবাইল ফোনের ক্যামেরাই হোক, কিছু নিয়ম মেনে যে কেউ সুন্দর ছবি উঠাতে পারেন। পেশাদার ফটোগ্রাফাররা যে নিয়ম মেনে ছবি উঠান সেগুলি একবার জেনে নিন।



ছবির বিষয় ঠিক করুন

ক্যামেরায় ক্লিক করলে ছবি উঠবে। ক্যামেরার সামনে যা আছে সেটাই পাবেন। তাকে কি ভাল ফটোগ্রাফ বলা যায়!

ছবি উঠানোর আগে ছবিকে শিল্পীর আকা ছবির সাথে তুলনা করুন। তিনি

অনেক ভেবেচিন্তে যা বক্তব্য সেটা ফুটিয়ে তোলেন। ফটোগ্রাফার হিসেবে আপনার সেটাই দায়িত্ব।

কাজেই ছবি উঠানোর আগে একবার নিজেকে প্রশ্ন করুন, কিসের ছবি উঠাচ্ছি। এর বক্তব্য কি ? কোন ব্যক্তির ছবি উঠালে তার পোষাক, পরিবেশ, আলো এগুলি তারসাথে মানানসই কি-না।

কাজেই ছবি উঠানোর প্রথম নিয়ম, ছবির বক্তব্য ঠিক করুন। যে ছবিই উঠান না কেন, একবার নিজেকে প্রশ্ন করুন কিসের ছবি উঠাচ্ছেন। ছবির বক্তব্য কি। অন্য কোনভাবে উঠালে কি ছবি আরেকটু ভাল হত ? দিনের অন্য সময়ে, কিংবা কৃত্রিম আলো ব্যবহার করে।



তিনের নিয়ম

ছবি উঠানোর সময় ফটোগ্রাফাররা সাধারণভাবে যা করেন, দিগন্ত রেখা ছবির মাঝামাঝি রেখে ফ্রেম করেন। অর্থাৎ আপনার সামনে যদি মাঠ এবং আকাশ থাকে তাহলে মাঠের জন্য অর্ধেক এবং আকাশের জন্য অর্ধেক এভাবে ভাগ করে নেন। কিংবা সমুদ্র এবং আকাশ থাকে তাহলে অর্ধেক আকাশ এবং অর্ধেক পানি এভাবে ছবি উঠান। একে অনেকে তুলনা করে খেলার ড্র এর সাথে তুলনা করেন। কে বিজয়ী জানা নেই। ফটোগ্রাফির একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম রুল অব থ্রি এর পরিপন্থী। হাজার বছর ধরে রুল অব থ্রি প্রচলিত।

নিয়ম হচ্ছে, দুভাগ একজনকে বাকি একভাগ আরেকজনক দিন। বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী। যদি সমুদ্র গুরুত্বপূর্ণ হয় দিগন্তরেখা তিনভাগের দুভাগ ওপরে রাখুন, যদি আকাশ গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে আকাশকে তিনভাগের দুভাগ দিন। অনায়াসে সুন্দর ছবি পাবেন।



পুরো ছবি উঠান

আপনি একটি সুন্দর ফুলের ছবি উঠাতে চান। অনেকগুলি ফুলের মধ্যে একটি ফুল আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বাগানের ছবি উঠানোর পর সেই ছবি কাউকে দেখানোর পর লক্ষ্য করলেন তারা সেই বিশেষ ফুলটি লক্ষ্য করছে না। কারণ একটিই, আপনি সেভাবে ছবি উঠাননি।

যদি ফুলের ছবি উঠাতে হয় যতটা সম্ভব কাছে থেকে ছবি উঠান। এমনভাবে যেখানে সেই ফুলটিই ছবির অধিকাংশ যায়গা জুড়ে থাকে। অন্য ফুলগুলির কাজ এই বিশেষ ফুলের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলা।

ফুল না হয়ে যদি বিশেষ কোন বস্তু, এমনকি কোন ব্যক্তির বিষয়ও হয় তাহলেও এই নিয়মে ছবি উঠান। নিজেকে বলতে পারেন, ছবি উঠানোর পর ফটোশপে পাশ থেকে বাদ দেয়া যাবে। সেটা না করে ছবি সেভাবে উঠানো অভ্যেস করুন।

ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে একটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে, ছবি ভাল হয়নি কারণ আপনি যথেষ্ট কাছে যাননি। কাজেই, ছবি উঠানোর জন্য যতটা সম্ভব কাছে যান, অথবা লেন্স পাল্টান অথবা জুম ব্যবহার করুন।

পোর্ট্রেট মোডে ছবি উঠান

সাধারণত অধিকাংশ ছবি উঠানো হয় ল্যান্ডস্কেপ মোডে, পাশের দিকে বেশি যায়গা রেখে। অথচ ক্যামেরা ঘুরিয়ে সেই ছবিকেই লম্বালম্বিভাবে ছবি উঠানো সম্ভব। একজন দাড়িয়ে থাকা ব্যক্তির ছবি ল্যান্ডস্কেপ মোডে উঠালে পাশে

অনেক অপ্রয়োজনীয় যায়গা থেকে যায়। অথচ লম্বলম্বিভাবে উঠালে তাকে আরো ভালভাবে দেখানো সম্ভব। ভুলে যাবেন না, এজন্যই এর নাম পোর্ট্রেট মোড।

কোন ছবি কোনভাবে উঠালে ভাল হবে এর কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। একই ছবি যেকোনভাবেই সুন্দর হতে পারে। সবসময় ল্যান্ডস্কেপ মোডে না উঠিয়ে একবার নিজেকে বলুন, এই ছবিটাই একটা পোর্ট্রেট মোডে তুলে দেখি না কি হয়।



ফ্রেমের মধ্যে ফ্রেম

প্রিন্ট করা ছবি আমরা ফ্রেমে রাখি, ডিজিটাল ছবির চারিদিকেও ফ্রেম ব্যবহার করা হয়। ইচ্ছে করলে ছবি উঠানোর সময় কোনকিছুকে ফ্রেম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। প্রকৃতি, গাছের পাতা, দেয়াল থেকে শুরু করে নিজের হাত, যেকোন কিছুর ফ্রেম হিসেবে ছবির সৌন্দর্য বাড়াতে পারে।



ব্যাকগ্রাউন্ডের দিকে দৃষ্টি দিন

ঘরে অথবা বাইরে যেখানেই ছবি উঠান না কেন, পেছনে কি রয়েছে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। ছবি উঠানোর সময় যদি অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তির উপস্থিতি থাকে তাহলে কিছুক্ষন অপেক্ষা করুন। পেছন থেকে কেউ উকি দিচ্ছে দেখা গেলে ভাল ছবি হয় না। একইভাবে অপরিষ্কার, অগোছালো কিছু থাকলে সেগুলি এড়িয়ে ছবি উঠান। সামান্য সরে গেলেই এই বিষয়গুলি এড়িয়ে ভাল ছবি পাওয়া যাবে।

শুধুমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞানে ভাল ছবি পাওয়া যায় না। ভাল ছবির পাওয়ার সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি হচ্ছে ছবি উঠানোর পর সেখানে কোন ত্রুটি আছে কিনা বের করা এবং কি করলে আরো ভাল ছবি পাওয়া যেত সেটা বের করা। কাজেই যত বেশি ছবি উঠাবেন তত ভাল ছবি পাওয়ার সম্ভাবনা।

অধ্যায়-৩

কখন কোন মোডে ছবি উঠাবেন

এধরনের প্রশ্ন কেউ করলে বিরক্ত হতে পারেন। এটা কোন প্রশ্ন হল! যে ছবির জন্য যে মোড সেটাই তো ব্যবহার করবেন। এজন্যই পোর্ট্রেট, ল্যান্ডস্কেপ, ক্লোজআপ ইত্যাদি মোড তৈরী করা হয়েছে।



কথাটা ঠিক। এই মোডগুলির পরও রয়েছে এপারচার প্রায়োরিটি এবং সাটার স্পিড প্রায়োরিটি বলে দুটি মোড। এবং সবশেষে ফুল ম্যানুয়েল বলে একটি মোড। যেখানে সাটারস্পিড, এপারচার থেকে শুরু করে সমস্ত সেটিং আপনি ঠিক করে দিতে পারেন।

বর্তমানের প্রায় সব কম্প্যাক্ট এবং এসএলআর ক্যামেরাতেই রয়েছে অনেকগুলি সিন মোড। সাধারনভাবে ছবি উঠানোর সময় আপনার ক্যামেরা থেকে পছন্দের সিন মোড ব্যবহার করবেন এটাই স্বাভাবিক। পেশাদার ফটোগ্রাফাররা সেটিং এরজন্য ক্যামেরার ওপর নির্ভর করেন না। তারা এই নিয়মের বাইরে ছবি উঠান। কারন একটাই, তারা নিজের পছন্দের কিছু চান। এবং শুনে অবাক হতে পারেন, সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় এপারচার প্রায়োরিটি মোড।

বিষয়টি বোঝার জন্য এপারচার কি কাজ করে একটু দেখে নেয়া যাক।

এপারচার হচ্ছে লেন্সের জানালা। যখন পুরোটা খোলা থাকে তখন বেশি আলো প্রবেশ করে, যখন কম খোলা থাকে তখন কম আলো প্রবেশ করে। এপারচার প্রকাশ করা হয় সংখ্যা দিয়ে। ছোট সংখ্যা বেশি এপারচার বুঝায়। যেমন ৩.৫ এপারচারে ক্যামেরায় যে আরো প্রবেশ করবে ২২ এপারচারে তারথেকে আলো অনেক কম পাওয়া যাবে।

কাজেই, এপারচার কন্ট্রোল করার একটি প্রধান কারন সঠিক আলো ব্যবহার। বাইরে যদি আলো বেশি থাকে তাহলে সেটা স্বাভাবিক পর্যায়ে আনার জন্য এপারচারের মান কমাবেন (সংখ্যায় বাড়াবেন), আবার বিপরীতভাবে আরো কম থাকলে বেশি আলো পাবার জন্য এপারচার বাড়াবেন (সংখ্যা কমাবেন)। এপারচার কতটা গুরুত্বপূর্ণ জানার জন্য এসএলআর এর লেন্সের দামের পার্থক্য একটু জেনে নিন। সর্বোচ্চ ৩.৫ এপারচারের লেন্স কেনা যায় কয়েকশ ডলারে, সর্বোচ্চ ২ এপারচারের লেন্সের দাম কয়েক হাজার ডলার।

কাজেই এপারচারের কাজ আলো নিয়ন্ত্রন করা থেকেও বেশি কিছু। এপারচার যত ছোট হয় ডেপথ অব ফিল্ড তত বেশি হয়। যেমন আপনি ল্যান্ডস্কেপের ছবি উঠাচ্ছেন যেখানে সামনের গাছপালা, দূরের পাহাড়, আকাশে মেঘ সবকিছুই স্পষ্টভাবে পেতে চান। সেক্ষেত্রে বেশি এপারচার ভাল ফল দেবে। কেউ কেউ নির্দিষ্ট করে বলে দেন ল্যান্ডস্কেপের জন্য আদর্শ এপারচার সেটিং হচ্ছে ২২।

আর এপারচার যত বেশি হয় ডেপথ অব ফিল্ড তত কম হয়। একেবারে অল্প কিছু যায়গার বিষয়কে স্পষ্ট দেখা যায়, তারপরই বাকি অংশগুলি ঝাপসা হতে থাকে। আপনি একটি ফুলের ছবি উঠাচ্ছে যেখানে অন্যান্য ফুল-গাছপালাগুলি ঝাপসা দেখা যাবে, এজন্য বেশি এপারচার প্রয়োজন।

আপনি যখন এপারচার প্রায়োরিটি মোডে ছবি উঠাচ্ছেন তখন খুব সহজেই এপারচার পরিবর্তনের সুযোগ আপনার হাতে থাকছে। এপারচার প্রায়োরিটি মোডে এপারচার পরিবর্তনের সাথে মিল রেখে সাটারস্পিড পরিবর্তিত হয়। কাজেই ওভারএক্সপোজার কিংবা আন্ডার এক্সপোজারের ভয় নেই। সেকারনেই এপারচার প্রায়োরিটি মোডের ব্যবহার এত বেশি।

সাটার স্পিড প্রায়োরিটি বিষয়টি বোঝা সেতুলনায় সহজ। আপনি হয়ত উড়ন্ত পাখি কিংবা চলন্ত গাড়ির ছবি উঠাচ্ছেন। সাটার স্পিড বেশি হলে স্পষ্ট ছবি পাওয়া যাবে, কম হলে গতির কারনে চলমান অংশগুলি ঝাপসা হবে। আপনি কোনটি চান সেটা ঠিক করার জন্য সাটারস্পিড প্রায়োরিটি মোড ব্যবহার করবেন। সাটারস্পিড প্রায়োরিটি মোডে পরিবর্তনের সাথে মিল রেখে এপারচার পরিবর্তিত হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখবেন। আর যখন এপারচার এবং সাটার স্পিড দুটিই নিজের পছন্দমত ব্যবহার করতে চান তখন ম্যানুয়েল মোড। কাজের সুবিধের জন্য এপারচার অথবা সাটার স্পিড যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা সিলেক্ট করে ক্যামেরায় অন্যটির মান দেখে নিতে পারেন।

অধ্যায়-৪

সঠিক এক্সপোজার ব্যবহার করুন

ছবির দুধরনের সমস্যার সাথে আমরা পরিচিত। আলো কম হওয়া অথবা আলো বেশি হওয়া। অন্ধকার ছবি এবং জ্বলে যাওয়া ছবি এই দুটি শব্দ প্রচলিত এই দুটি বিষয় বুঝাতে, ফটোগ্রাফির ভাষায় **Underexposed** এবং **Overexposed**.



আলো কম থাকলে ছবি অন্ধকার দেখাবে এবং আলো বেশি থাকলে জ্বলে যাবে এই ধারণাই স্বাভাবিক। বর্তমান ফটোগ্রাফিতে এই ধারণা অচল। একেবারে কম আলোতেও সঠিক সবি উঠানো যায় কিংবা খুব বেশি আলোতেও আলো কমানোর ব্যবস্থা রয়েছে। ফ্লাশ ব্যবহারের উদাহরণই দেখুন, একেবারে অন্ধকারে ফ্লাশ ব্যবহার করে উজ্বল ছবি পেতে পারেন, যদি কিছুটা আলো থাকে সেটা ফ্লাশের আলোর সাথে যোগ হবে। আবার যত কাছ থেকে ফ্লাশ ব্যবহার করবেন আলোর পরিমাণ তত বেশি হবে, দূরে গেলে ফ্লাশের প্রভাব কমে যাবে। অনেকেই লক্ষ্য করেন না দুরত্ব অনুযায়ী কিংবা প্রয়োজন অনুযায়ী ফ্লাশের আলো কমবেশি করার ব্যবস্থা রয়েছে।

বর্তমান সব ক্যামেরাতেই ছবি উঠানোর সাথেসাথে সেটা দেখে নেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। দেখে নিয়ে প্রয়োজনে ফ্লাশের আলো কমানো বা বাড়ানোর ব্যবস্থা করে নিন।

যেমন নাইকন ডি৯০ ক্যামেরাতে ফ্লাশের আলো কমবেশি করার জন্য ফ্লাশের বাটন চেপে ধরে কমান্ড ডায়াল ঘুরান। (+) বলতে আলো বাড়ানো এবং (-) বলতে আলো কমানো বুঝায়। কাজেই আপনার সঠিক সেটিং পরিস্থিতি অনুযায়ী ০ হতে পারে কিংবা +২ কিংবা -২ হতে পারে।

ফ্লাশ ছাড়া ছবি উঠানোর জন্য আলো নিয়ন্ত্রন করার জন্য ব্যবহার করবেন এপারচার কন্ট্রোল এবং সাটার স্পিড। এপারচারের মান সংখ্যায় যত বাড়বেন আলো তত কমবে। যেমন ৫.৬ সেটিং যে পরিমাণ আলো ব্যবহার করবে ১৬ ব্যবহার করবে তার তুলনায় অনেক কম। আলো বেশি থাকলে এপারচারের মান বাড়িয়ে দিন।

সাটার স্পিড হচ্ছে কতক্ষন সময় এক্সপোজার ব্যবহার করা হবে সেই সময় বলে দেয়া। ১/৬০ সাটার স্পিড অর্থ সেকেন্ডের ৬০ ভাগের ১ ভাগ সময় আলো ব্যবহার করা হবে, ১/৩০ ব্যবহার করবে তার দ্বিগুন সময়। কাজেই যেখানে বেশি আলো প্রয়োজন সেখানে সাটার স্পিড কমিয়ে দিন। আলো বেশি থাকলে সাটার স্পিড বাড়িয়ে সেটা কমানোর ব্যবস্থা করুন। আবার মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে, ছবি উঠানোর সাথেসাথেই সেটা দেখে নিন এবং সেই অনুযায়ী পরিবর্তন করুন।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে আইএসও। এর মান যত বেশি থাকবে ক্যামেরার সেন্সর তত দ্রুত আলো গ্রহন করবে। আরো কমানোর জন্য আইএসও মান কম ব্যবহার করুন, কম আলোতে আইএসও বেশি ব্যবহার করুন।

বর্তমানের অনেক ক্যামেরাতেই এক্সপোজার কমপেনশেশন বলে আরেকটি ফাংশন রয়েছে। যদি আপনার ক্যামেরায় থাকে তাহলে সেটা ব্যবহার করে এর বাইরেও এক্সপোজার কন্ট্রোল করে আরো ভালো ফল পেতে পারেন। এখানেও (+) বলতে এক্সপোজার বাড়ানো এবং (-) বলতে এক্সপোজার কমানো বুঝায়।

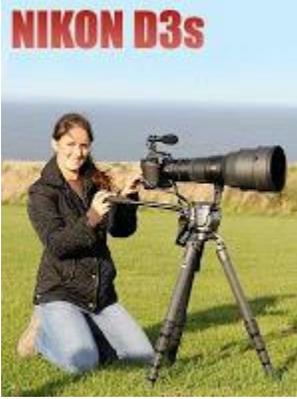
সঠিক এক্সপোজার মানেই ভাল ছবি। কাজেই কম বা বেশি আলোতে ছবি উঠানোর সময় এদিকে গুরুত্ব দিন।

অধ্যায়-৫

ট্রাইপড কেন ব্যবহার করবেন

ক্যামেরা নির্মাতা কিংবা লেন্স নির্মাতা তাদের স্ট্যাবিলাইজেশনের বর্ননা এমনভাবে দেন যেন আপনি ভুমিকম্পের সময় ছবি উঠালেও তার প্রভাব পড়বে না ছবিতে। আপনি নিখুত ছবি পাবেন। যারা ছবি উঠান তারা খুব ভাল করেই জানেন বাস্তবতা আসলে কি।

তাদের বক্তব্য একেবারে ভুল সেকথা বলা হচ্ছে না। স্ট্যাবিলাইজেশন থাকা আর না থাকার মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি। তারপরও, স্ট্যাবিলাইজেশন সব প্রয়োজন মেটায় না। বিশেষ বিশেষ সময়ে আপনার প্রয়োজন ট্রাইপড নামের একটি বস্তু।



প্রথমে স্ট্যাবিলাইজেশন বিষয়টি কি একটু জেনে নেয়া যাক। আপনি যখন ছবি উঠান তখন সাটার রিলিজ চাপ দেয়ার সময় কিছু সময়ের জন্য সেন্সরের সামনে থেকে সাটার সরে যায়, সেন্সরে আলো পড়ে এবং সামনে যাকিছু আছে সেটা আকা হয় সেখানে। এই সময় সেকেন্ডের হাজার ভাহের একভাগ থেকে শুরু করে কয়েক সেকেন্ড পর্যন্ত হতে পারে।

এই সময়ে যদি আপনার হাত কাপে (যা খুবই স্বাভাবিক) তাহলে তার প্রভাব পড়বে ছবিতে। হয়ত ছবিতে বিন্দুর ছবি উঠাচ্ছেন। ছবি উঠানোর এক মুহুর্তে বিন্দুটি এক যায়গা থেকে আরেক যায়গায় সরে গেল হাত কাপার কারনে। যার অর্থ আপনি ছবিতে দেখতে পাবেন বিন্দুটি এক যায়গার পরিবর্তে ঝাপসা হয়ে সরে গেছে। ছবির ধারালো প্রান্ত দেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সমস্যা আপনি নিজেই যাচাই করতে পারেন। সাটার স্পিড যত কম থাকবে এটা ঘটার সম্ভাবনা তত বেশি। আবার দুরত্ব যত বেশি হবে, সামান্য হাতকাপার প্রভাবও সেখানে প্রকটভাবে দেখা যাবে। অতচ আপনার দুরের ছবিও তোলা প্রয়োজন, কম আলোতে ছবি উঠানোর জন্য সাটার স্পিড কম রাখাও প্রয়োজন।



ক্যামেরা নির্মাতারা এর সমাধান দেন নানারকম পদ্ধতি। সেন্সর সিফট স্ট্যাবিলাইজেশন, লেন্স বেজড স্ট্যাবিলাইজেশন, ডিজিটাল স্ট্যাবিলাইজেশন, ডুয়াল স্ট্যাবিলাইজেশন ইত্যাদি নানারকম নামে এই কাজ করা হয়। একে কোম্পানী আবার একই কাজকে ভিন্ন ভিন্ন নামে উল্লেখ করে। যেমন ক্যানন যাকে ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন (আইএস) বলে নাইকন তাকে বলে ভাইব্রেশন রিডাকশন (ভিআর), ট্যামরন বলে ভাইব্রেশন কন্ট্রোল (ভিসি)। স্ট্যাবিলাইজেশনসহ লেন্সের দাম স্ট্যাবিলাইজেশনছাড়া লেন্স থেকে অনেক বেশি।

মূল কথা হচ্ছে আপনার হাত কাপার কারণে যতটুকু বিচ্যুতি ঘটেছে সেটা কমানোর জন্য লেন্স সরে যাওয়ার সাথেসাথেই আলো গ্রহন বন্ধ করে দেয়া। সেইসাথে কম আলোর সমস্যা দূর করার জন্য বিশেষভাবে সেটা প্রসেস করা। ফল হিসেবে সাধারনভাবে যেখানে কম সাটার স্পিড ব্যবহার করার কথা স্ট্যাবিলাইজেশন ব্যবহার করে তারথেকে বেশি সাটারস্পিড ব্যবহার করা যায়।

কিছুকিছু কম্প্যাক্ট ক্যামেরা আরো অভিনব পদ্ধতি ব্যবহার করে। তারা খুব দ্রুত কয়েকটি ছবি উঠায়। তারপর সেগুলি হিসেব করে একটি ভাল ছবিতে পরিনত করে। এই ব্যবস্থা নতুন ব্যবহারকারীদের জন্য। এসুযোগ এসএলআর কিংবা প্রফেশনাল ক্যামেরায় থাকে না।

ট্রাইপডের কথায় ফেরা যাক। ট্রাইপড অর্থ যার তিনটি পা। এটা তিন পা বিশিষ্ট ক্যামেরা স্ট্যান্ড। তিন পা এর সুবিধে হচ্ছে অসমতল যায়গাতেও অনায়াসে সোজাভাবে রাখা যায়।

ব্যবহারের নিয়ম, এর ওপর ক্যামেরা বসাবেন। ক্যামেরা আটকানোর ব্যবস্থা রয়েছে। ট্রাইপডে রাখা অবস্থায় সহজে ক্যামেরা ঘুরানোর ব্যবস্থা রয়েছে। ক্যামেরা সেকানে রেখে অন্ধকারের ছবিও যদি উঠান তাহলেও ক্যামেরা যেহেতু

নড়বে না সেহেতু ছবি ঝাপসা হওয়ার কারণ থাকবে না। অনেকে পুরো অন্ধকারেও ছবি উঠান এই পদ্ধতিতে যা নাইট ফটোগ্রাফি নামে পরিচিত।

ট্রাইপডের একটি সমস্যা হচ্ছে ক্যামেরার সাথে একেও বয়ে বেড়াতে হয়। এজন্য নানা আকারের ট্রাইপড পাওয়া যায়। বর্তমানে একেবারে ছোট, পকেটে রাখার মত ট্রাইপডও পাওয়া যায়। গরিলাপড নামের একধরনের ট্রাইপড চেয়ার থেকে শুরু করে গাছের ডাল পর্যন্ত যেকোন কিছু সাথে আটকে রাখা যায়। এছাড়া মনোপড নামে একপাঅলা ষ্ট্যান্ডও রয়েছে। ব্যবহারের সময় এটা ধরে রাখতে হয়, তারপরও যথেষ্ট ভারসাম্য রক্ষা করা যায়।

বর্তমানে ক্যামেরাগুলি ষ্টিল ফটোগ্রাফিতে সীমাবদ্ধ নেই, প্রায় সবগুলিকে ভিডিও ক্যামেরা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আর আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন টিভির ভিডিও যতটা স্পষ্ট আপনার করা ভিডিও ততটা স্পষ্ট বা স্থির না। শুধুমাত্র ক্যামেরা বা লেন্সের ষ্ট্যাবিলাইজেশনের ওপর নির্ভর করে নিখুঁত ছবি পাওয়া যায় না। এজন্য ট্রাইপড একটি প্রয়োজনীয় বস্তু।

বাংলাদেশে ৩ হাজার টাকার মধ্যে যথেষ্ট ভাল মানের ফটোগ্রাফি/ভিডিও ট্রাইপড পাওয়া যায়।

অধ্যায়-৬

ফ্লাশ কখন ব্যবহার করবেন না

মনে হতে পারে এটা অদ্ভুত প্রশ্ন। আলো থাকলে সেখানে ফ্লাশ প্রয়োজন নেই। আলো কম থাকলে ফ্লাশ ব্যবহার করতে হবে। ঘরের মধ্যে ছবি উঠানোর সময় ফ্লাশ ব্যবহার করতে হবে। ফটোগ্রাফি আলো পছন্দ করে। যত বেশি আলো তত ভাল ছবি।



মানুষ ফ্লাশ থেকে যতটা ভাল ফল আশা করে ফ্লাশ ব্যবহারের কারণে অনেক সময়ই ফল হয় ঠিক বিপরীত। কখনো একেবারে সাদা, কখনো কোন কোন যায়গা ঝলসে যাওয়া, কখনো গাঢ় ছায়া। খালিচোখে যা দেখে ছবি উঠিয়েছেন তার ধারেকাছেও না।

আপনি কাছ থেকে ছবি উঠাবেন, ছবি ঝলসে যাবে। ফ্লাশের আলো কজ করবে ১০ ফুট পর্যন্ত। ফল হিসেবে কাছের সবকিছু উজ্জ্বল আর তার পেছনেই হঠাত করে অন্ধকার। আবার ছোট ক্যামেরার ফ্লাশ থেকে তৈরী হয় ভৌতিক সিনেমার মত লাল চোখ (রেড আই)। বিষয়কে আরো জটিল করে তুলেছে অনেক আধুনিক ক্যামেরা। ক্যামেরা নিজেই ধরে নেয় ফ্লাশ প্রয়োজন, সেটা নিজে থেকেই অন হয় এবং নিজে থেকেই জ্বলে। কোন কোন ক্যামেরায় ইচ্ছে করেও বন্ধ রাখা যায় না।

ফ্লাশের অনেক দুর্নাম করা হল। ফ্লাশ অবশ্যই প্রয়োজন হয়। কোনসময় ফ্লাশ ব্যবহার করবেন না সেটা আগে জেনে নিন;

- ১০ ফুটের বেশি দুরত্বের ছবি উঠানোর সময় ফ্লাশ ব্যবহার করবেন না। এতে মানুষ বিরক্ত হবে, ব্যাটারীর শক্তি খরচ হবে, ছবিতে ফ্লাশের প্রভাব পাওয়া যাবে না। আপনি খেলার সময় স্টেডিয়ামে কিং কনসার্টের সময় হয়ত বহু ফ্লাশ জ্বলতে দেখেছেন। এরসাথে ছবি উঠানোর কোন সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র ফ্লাশ জ্বালানোর জন্যই জ্বালানো হয়। অনেকেই হয়ত জানে ফ্লাশ জ্বালালে কোন লাভ নেই কিন্তু কিভাবে ফ্লাশ বন্ধ রাখতে হয় জানে না।
- মনে হতে পারে ঘরের মধ্যে ছবি উঠানোর জন্য ফ্লাশ জরুরী। বেশি আলো পাবার জন্য বেশি এপারচার, কম সাটারস্পিড, বেশি আইএসও ব্যবহার করলে গতিশীল বিষয়ের ঝাপসা ছবি পেতে পারেন। তারপরও, সেটা বাস্তবসম্মত। ফ্লাশ ব্যবহার করলে চলন্ত পাখাকে মনে হবে থেমে আছে। তাকে নিশ্চয়ই ভাল ছবি বলে না।

ফ্লাশ কখন ব্যবহার করবেন

- শুনে হয়ত বিস্মিত হতে পারেন, ফ্লাশ ব্যবহার করবেন উজ্জ্বল রৌদ্রের মধ্যে ছবি উঠানোর সময়। কারণ, রৌদ্রে দাড়ানো মানুষের ছবি উঠানোর সময় যে যায়গাগুলিতে ছায়ার কারণে অন্ধকার দেখায় সেই যায়গাগুলি আলোকিত করবে ফ্লাশ।
- যেখানে অসম আলো রয়েছে সেখানে ফ্লাশ ব্যবহার করে ভাল ফল পাবেন।
- কখনো কখনো অবশ্যই আপনি অল্প আলোর মধ্যেই বেশি সাটারস্পিড ব্যবহার করতে চান। সেখানে ফ্লাশ ব্যবহার করুন।

ফ্লাশ সম্পর্কে এই বক্তব্য অবশ্য বিল্ট-ইন ফ্লাশের জন্য কার্যকর। এসএলআর ক্যামেরার জন্য পৃথক ফ্লাশগুলিতে বহু ধরনের কন্ট্রোল রয়েছে। রিমোট ফ্লাশ ব্যবহারের সময় তিনদিকে ৩টি ফ্লাশ রেখে ছবি উঠাতে পারেন। ছবি উঠানোর সময় ৩টি ফ্লাশ সময়মত জ্বলে উঠবে। কোন কোন ফ্লাশে রেড-আই বাদ দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সেগুলোকে এই হিসেবে আনবেন না।

এমনকি অনেক বিল্টইন ফ্লাশেও আলো কমবেশি করার ব্যবস্থা রয়েছে। ৩ ফুট দুরত্বে যে সেটিং ব্যবহার করবেন ৮ ফুট দুরত্বের জন্য ভিন্ন সেটিং ব্যবহার করবেন। ফিল ফ্লাশ, স্লো সিংক ইত্যাদি সেটিং রয়েছে।

ফ্লাশ কিভাবে বন্ধ রাখা যায়, কিংবা আলো কমবেশি করা যায় বিষয়টি নির্দিষ্ট ক্যামেরার ওপর নির্ভরশীল। জানার জন্য ক্যামেরার ম্যানুয়েল দেখে নিন।

শেষকথা হচ্ছে, আরো কম কাজেই ফ্লাশ ব্যবহার করতে হবে এটা ধরে নেবেন না। বরং অধিকাংশ ছবি ফ্লাশ ছাড়াই উঠাতে চেষ্টা করুন। আর ফ্লাশ যখন ব্যবহার করবেনই তখন তাকে শুধুমাত্র আলো জ্বলার যন্ত্র ধরে নেবেন না। আরো যে বিষয়গুলি আছে সেগুলি জেনে নিন।

অধ্যায়-৭

ডেপথ অব ফিল্ড

ডেপথ অব ফিল্ড এমন একটি বিষয় যার ওপর ছবির সৌন্দর্য্য নির্ভর করে।

একথা আসলে ডেপথ অব ফিল্ড সম্পর্কে কোন উত্তর দেয় না। আসলেই ডেপথ অব ফিল্ড বিষয়টি পরিমাপ করার ব্যবস্থা নেই। সাধারণভাবে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আপনি যখন ছবি ওঠান তখন কোন একটি বিন্দুতে ফোকাস করেন। সেই বিন্দুটি সবচেয়ে স্পষ্ট দেখা যায়। কোনকিছু সেই বিন্দু থেকে যতটা দূরে থাকবে তার ব্যাপসা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। তবে এর পার্থক্য রয়েছে।



যেমন আপনি খুব কাছ থেকে একটি ফুলের ছবি উঠিয়েছেন, তার কয়েক ইঞ্চি দূরত্বের আরেকটি ফুল বা পাতা ব্যাপসা দেখা যাচ্ছে। আবার আপনি খোলা মাঠে দূরের একটি কুড়েঘরের ছবি উঠিয়েছেন, তারথেকে বহুদূরের গাছপালা কিংবা আকাশ ব্যাপসা হয়নি। এই দুই উদাহরন থেকে ডেপথ অব ফিল্ডের পরিচয় দিয়ে বলা যায়, প্রথম উদাহরনে ডেপথ অব ফিল্ড কম, পরের উদাহরনে ডেপথ অব ফিল্ড বেশি।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন কোনটি ভাল।

এর কোন সঠিক উত্তর নেই। আপনি যখন একটি ফুলের ওপর বসা প্রজাপতির ছবি উঠাবেন তখন আপনি চান শুধুমাত্র ফুল এবং প্রজাপতি স্পষ্ট দেখা যাক, এর বাইরের সবকিছু ঝাপসা থাকুক। ঝাপসা বিষয়গুলি অস্পষ্ট ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে মূল বিষয়কে আরো স্পষ্ট করে তোলে। কাজেই এক্ষেত্রে কম ডেপথ অব ফিল্ড ভাল।

আবার পরের উদাহরণের ক্ষেত্রে যদি আকাশ কিংবা দূরের গাছপালা ঝাপসা হয় তাহলে ছবি সম্পূর্ণ মনে হবে না। সেক্ষেত্রে বেশি ডেপথ অব ফিল্ড সুবিধেজনক। অবশ্য ল্যান্ডস্কেপের ক্ষেত্রেও ডেপথ অব ফিল্ড কমিয়ে ভিন্নধরনের ছবি পেতে পারেন।

কাজেই আপনি ডেপথ অব ফিল্ড কম নাকি বেশি ব্যবহার করবেন এর কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। ছবির বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আপনাকেই ঠিক করে নিতে হবে আপনি কি চান।

এপারচার এবং ডেপথ অব ফিল্ড

আপনি ডেপথ অব ফিল্ড বেশি চান অথবা কম চান, সেটা ঠিক করবেন কিভাবে ?

সবচেয়ে সহজ উপায় এপারচার পরিবর্তন করা। এপারচার যত ছোট (মান বেশি) ডেপথ অব ফিল্ড তত বেশি। অনেকে নির্দিষ্ট করে বলেন ল্যান্ডস্কেপের জন্য এফ/২২ ব্যবহার করার কথা। কম ডেপথ অব ফিল্ডের জন্য ব্যবহার করবেন এফ/৫.৬ কিংবা আরো বেশি (সংখ্যায় কম)।

লেঙ্গ এবং ডেপথ অব ফিল্ড

লেঙ্গের ফোকাল লেন্স প্রভাব ফেলে ডেপথ অব ফিল্ডের ওপর। ফোকাল লেন্স যত কম হবে ডেপথ অব ফিল্ড তত বেশি হবে। যেমন ৫৫ মিমি লেন্সে এফ/৮ এপারচারে যে ডেপথ অব ফিল্ড পাওয়া যাবে একই এপারচারে ২০০ মিমি লেন্সে পাওয়া যাবে তারথেকে অনেক কম। যে কারণে কম ফোকাল লেন্সের লেন্সগুলি ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফির জন্য বেশি উপযোগি।

দূরত্ব এবং ডেপথ অব ফিল্ড

ক্যামেরা থেকে বিষয়ের দূরত্ব যত বেশি ডেপথ অব ফিল্ড তত বেশি। একটি ফুলের একেবারে কাছে থেকে ছবি উঠালে আপনি যেমন একেবারে কম ডেপথ অব ফিল্ড পাবেন, দূর থেকে উঠালে সেটা পাবেন না।

কাজেই ভাল ছবি উঠানোর জন্য ডেপথ অব ফিল্ড বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দিন। একই ছবি ভিন্ন ভিন্ন সেটিংএ উঠিয়ে সেগুলি পর্যবেক্ষন করুন। একসময় ঠিক যেমনটি চান তেমনটিই পাবেন।

অধ্যায়-৮

জেপেগ বনাম র মোড

সাধারণভাবে প্রায় সব ক্যামেরাতেই ছবি সেভ হয় জেপেগ ফরম্যাটে। এর সুবিধে হচ্ছে এই ফাইলের জন্য কম যায়গা প্রয়োজন হয়, খুব সহজে যেকোন সফটওয়্যারে সরাসরি ব্যবহার করা যায়। আর সমস্যার দিক হচ্ছে, এতে লস কম্প্রেশন ব্যবহার করা হয়। আপনি ফাইল সাইজ যত ছোট করবেন ছবির মান তত খারাপ হবে। যারা একেবারে নিখুত ছবি পেতে যান তাদের সমস্যা আরো গভীরে। সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় ফাইলসাইজ ব্যবহার করে যা পাওয়া যায় তাতেও সন্তুষ্ট নন তারা। কারন,



মনে করুন সুর্যাস্তের ছবি উঠাচ্ছে। সরাসরি আলো ছাড়াও একধরনের আলোর আভা রয়েছে চারিদিকে। জেপেগ মোডে ছবি উঠানোর সময় সেন্সর সেগুলি ধারণ করে। তারপর ক্যামেরার প্রসেসর যখন তাকে জেপেগ ফরম্যাটে কনভার্ট করে তখনই সেটা হারিয়ে যায়। আপনি খালিচোখে যতটা সুন্দর দেখেছেন ছবিতে সেটা পেলেন না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করা হয় র (Raw) ফরম্যাট। নাম থেকেই ধরে নিতে পারেন এটা আসলে কোন ইমেজ ফরম্যাট না। সেন্সরে যে তথ্য ধরা পড়ে তাকেই সেভ করে রেখে দেয়া।

র-মোডের সুবিধে হচ্ছে মূল দৃশ্যটি আপনি পাচ্ছেন ফাইল হিসেবে। এরপর আপনার পছন্দমত সেখানে পরিবর্তন করে নেবেন। যেহেতু সেখানে সব তথ্যই থেকে যায় সেহেতু কোনকিছু না হারিয়েই আলো-ছায়ার পরিবর্তন করার সুবিধে রয়েছে। কাজেই একেবারে নিখুত ছবি পাওয়া যাবে।

আর সমস্যার দিক হচ্ছে এরজন্য ফাইল সাইজ হয় অনেক বড়। মেমোরী কার্ডে অনেক বেশি যায়গা প্রয়োজন হয়। আর একে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। এই ফরম্যাট প্রতিটি ক্যামেরার জন্য মডেল ভিত্তিক। আপনাকে এমন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে যে সেই ফরম্যাট ব্যবহার করে। আশার কথা হচ্ছে ক্যামেরা কেনার সময় র-কনভার্টার হিসেবে কোন সফটওয়্যার দেয়া হয়। আর ইমেজ এডিটিং এর জনপ্রিয় সফটওয়্যার এডবি লাইটরুম, ফটোশপ ইত্যাদিতে সব মডেলের র-ফরম্যাট ব্যবহারের ব্যবস্থা দেয়া হয়।

ফটোশপের পুরনো ভার্সনে র-ফরম্যাট ব্যবহারের জন্য এডবি ক্যামেরা র (**Adobe Camera Raw**) নামে একটি সফটওয়্যার পৃথকভাবে ইনস্টল করতে হত। ফটোশপ সিএস-৫ এর সাথে এটা নিজেই ইনস্টল হয়। আপনি র-ফরম্যাটের ইমেজ ওপেন করার সময় নিজে থেকেই সেটা ওপেন হয়। মূল ইমেজের কোনরকম ক্ষতি না করে সব ধরনের পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে সেখানে।

- সেখানে কি কি পরিবর্তন করা যায় একবার দেখে নিন। ফটোশপ ওপেন করুন এবং একটি র-ফরম্যাটের ছবি উঠানোর জন্য **File – Open** কমান্ড দিন।
- নির্দিষ্ট ফোল্ডার থেকে ফাইলটি সিলেক্ট করুন। ইমেজটি **Camera Raw** ব্যবহার করে ওপেন হবে।
- এখানে **White Balance, Temperature, Tint** থেকে শুরু করে **Exposure, Recovery, Fill Light, Blacks, Brightness, Contrast, Clarity, Vibrance, Saturation** ইত্যাদি বিষয়ের পরিবর্তন করা যাবে স্লাইডার ব্যবহার করে। সাথেসাথে ছবিতে তার প্রিভিউ দেখা যাবে। কোন পরিবর্তনেই মূল ইমেজের কোনরকম পরিবর্তন হবে না বা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে না।
- পছন্দমত পরিবর্তন করার পর **Open copy** অথবা **Done** বাটনে ক্লিক করুন।

আপনার ক্যামেরা যদি র-ফরম্যাট সাপোর্ট করে (কমদামী ক্যামেরায় এই ব্যবস্থা নাও থাকতে পারে) তাহলে র-ফরম্যাটে ছবি উঠান। ছবি উঠানোর সময় সবধরনের সেটিং নিয়ে মাথা না ঘামিয়েই ভালমানের ছবি পাওয়া যাবে।

- আর নতুন ক্যামেরা কেনার সময় সেটা র-ফরম্যাট সাপোর্ট করে কিনা জেনে নিন। সবসময়ই নতুন নতুন মডেলের ক্যামেরা বাজারে আসছে। কাজেই কিছুটা পুরনো ভার্সনের সফটওয়্যারে সেই মডেলের জন্য র-সাপোর্ট নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে তাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিন।
- এডবি ব্রিজ, এসিডিসি প্রো ইত্যাদি সফটওয়্যারে র-ফরম্যাটের ইমেজ দেখার ব্যবস্থা রয়েছে।

অধ্যায়-৯

প্যানোরামা

আপনি নিশ্চয়ই এমন ছবি দেখেছেন যেখানে বিস্তৃত প্রান্তরের ছবি রয়েছে। আপনি কোথাও দাঁড়িয়ে মাথা ঘুরিয়ে চারিদিকে দৃষ্টি দিলে যেমন দেখা যায় তেমন। ফটোগ্রাফির ভাষায় এটাই প্যানোরামা। অবশ্যই আপনি একবারে বামদিক, সামনের দিক এবং ডানদিকের ছবি উঠাতে পারেন না। এদেরকে পৃথক পৃথকভাবেই উঠানো হয়, তারপর জোড়া লাগানো হয় (stitch) ফটোশপের মত কোন সফটওয়্যার দিয়ে। কুইটটাইম এর মত সফটওয়্যার ব্যবহার করে এথেকে এমন ছবি (ভিআর) তৈরী করা যায় যা ড্রাগ করে ঘুরানো যায়। মনে হবে আপনি থ্রিডি ছবি ঘুরিয়ে দেখছেন।



যেমন তেমনভাবে উঠানো ছবি যে ঠিকভাবে জোড়া দেয়া যায় না এটা বলে দেয়া প্রয়োজন নেই। আর তখনই প্রশ্ন ওঠে, ঠিক কিভাবে ছবি উঠালে একেবারে নিখুত প্যানোরামা পাওয়া যাবে। সেই বিষয়গুলিই উল্লেখ করা হচ্ছে এখানে।

- ট্রাইপড ব্যবহার করুন। এ বিষয়ে এরবেশি বলা প্রয়োজন নেই। ট্রাইপড ছাড়া প্যানোরামা ছবি উঠাতে পারেন, সেক্ষেত্রে পাশাপাশি তো বটেই, ছবিগুলিকে ওপরে-নিচেও সমান করতে হবে।

- ট্রাইপডকে ভূমির সমান্তরাল করুন। ভাল মানের প্রায় সব ট্রাইপডেই লেভেল কন্ট্রলের ব্যবস্থা রয়েছে। পানির মত তরল (bubble) রয়েছে যা দেখে বোঝা যায় ট্রাইপড ঠিকভাবে রাখা হয়েছে কিনা।
- ক্যামেরাকেও ভূমির সমান্তরাল রাখুন। অনেকে এজন্য ফ্লাশ হট-সুতে বাবল ব্যবহার করেন। ছোট শিশিতে পানি রেখে আপনি নিজেই এধরনের কিছু তৈরী করে নিতে পারেন।
- প্রতিটি ফ্রেমের জন্য কতটুকু যায়গা ব্যবহার করবেন আগেই ঠিক করে নিন। ২০ থেকে ৩০ ভাগ যায়গা একটির ওপর আরেকটি (ওভারল্যাপিং) ব্যবহার করুন। নির্দিষ্ট কোন বস্তু দেখে বিষয়টি ঠিক করে নিতে পারেন। অর্থাৎ কোন একটি ফ্রেমের ডানদিকে ২৫ ভাগ দূরত্বে যে বস্তু থাকবে সেটা পরবর্তী ফ্রেমের বামদিকে ২৫ ভাগ দূরত্বে রাখুন।
- মিটার দেখে নিন এরপর এক্সপোজার ঠিক করুন ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে। অটো কন্ট্রোল ব্যবহার করলে একেক ফ্রেমের এক্সপোজার একেক রকম হতে পারে।
- হোয়াইট ব্যালাস ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে ঠিক করে নিন।
- সবসময় বামদিকের ফ্রেম থেকে ছবি উঠানো শুরু করুন। কোথায় শুরু কোথায় শেষ নিশ্চিত করার জন্য শুরুতেই দুই প্রান্তের ছবি উঠিয়ে নিতে পারেন। এদেরকে জোড়া দেয়ার সময়ও এভাবেই পরপর জোড়া দিন।

অধ্যায়-১০

পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি

অধিকাংশ মানুষ সুন্দর বাগান, সমুদ্র, পাহাড় এসবের ছবি উঠাতে পছন্দ করেন। কিন্তু বাস্তব সত্য তো এটাই, সবচেয়ে প্রিয় ছবি হচ্ছে পরিচিত কারো পোর্ট্রেট। পরিবারের কোন সদস্য কিংবা বন্ধু। কিছু বিষয় লক্ষ্য করে করে আপনি অনায়াসে পেতে পারেন ভাল মানের পোর্ট্রেট।



ঠিক যায়গায় ছবি উঠান

সাধারণত পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফিতে মূল ব্যক্তির দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়, ব্যাকগ্রাউন্ডের দিকে ততটা দৃষ্টি দেয়া হয় না। ভাল পোর্ট্রেটের জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাকগ্রাউন্ডে বৈচিত্র্য যত কম থাকে তত ভাল। একটি ইন্টের দেয়াল, সবুজ মাঠ কিংবা একরঙা পর্দা এগুলি ভাল পোর্ট্রেট ইমেজ তৈরী করতে পারে। বিপরীতভাবে অগোছালো ব্যাকগ্রাউন্ড ছবির সামঞ্জস্য নষ্ট করে। অগোছালো গাছের ডাল, ঘরের ফার্নিচার ইত্যাদি কম্পোজিশনে সমস্যা তৈরী করতে পারে। ছবি উঠানোর আগে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে নিন। হয়ত সামান্য কয়েকপা সরে গেলেই আরো সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড পেতে পারেন।

ঘরে উচ্চমানের আলোর ব্যবস্থা না থাকলে যতটা সম্ভব বাইরে ছবি উঠান। রৌদ্রজ্বল দিন হোক আর মেঘলা দিনই হোক, ঘরের সাধারণ লাইটের আলো থেকে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

ক্যামেরা সেটিং ঠিক রাখুন

ক্যামেরা পোর্ট্রেট মোড বলে একটি সেটিং রয়েছে। এই মোড ব্যবহার করুন। পোর্ট্রেট এর জন্য ডেপথ অব ফিল্ড, সাটার স্পিড, এপারচার ইত্যাদি যাকিছু প্রয়োজন ক্যামেরা ঠিক করে নিবে। অনেক ক্যামেরাতেই ফেস ডিটেকশন রয়েছে। ক্যামেরা নিজে থেকেই মুখের ওপর গুরুত্ব দিয়ে ফোকাস করবে। এছাড়াও অনেক ক্যামেরায় স্মাইল ডিটেকশন রয়েছে যা শুধুমাত্র হাসার সময় ছবি উঠাবে, ব্লিংক ডিটেকশন চোখ বন্ধ আছে কিনা যাচাই করে ছবি উঠাবে।

ফ্লাশের দিকেও দৃষ্টি দিন। ফ্লাশের জন্য ফিল ফ্লাশ বলে সেটিং থাকার কথা। যদি আপনার ক্যামেরায় থাকে তাহলে সেটা ব্যবহার করুন। এই সেটিংএ ছবি উঠানোর আগেই আলো তৈরী হয়, ফলে রেড আই নামের লাল চোখের সমস্যা এড়ানো যায়।

আলো ঠিকভাবে ব্যবহার করুন

ব্যক্তির মুখে আলো কোনদিক থেকে কতটুকু আসছে লক্ষ্য করুন। যদি পিছনে উজ্জ্বল আলো থাকে এবং মুখের ওপর আলো কম থাকে তাহলে ভাল ছবি পাবেন না। বাইরে ছবি উঠানোর জন্য সকালে এবং সন্ধ্যার আগে পাওয়া যায়, যখন আলোর প্রখরতা কম থাকে। দিনের মাঝামাঝি সময় ছায়ায় ছবি উঠাতে চেষ্টা করুন। ছায়ায় ফ্লাশ ব্যবহার করে মুখে আলো ফেলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

ফ্লাশের আলো কমবেশি করার ব্যবস্থা থাকলে দুরত্ব অনুযায়ী সেটা ঠিক করে নিন।

ফ্রেম পুরন করুন

আপনি যতটুকু উঠাতে চান ঠিক ততটাই ফ্রেমের মধ্যে রাখুন। চারিদিকের অতিরিক্ত যায়গা বাদ দিন। প্রয়োজনে কাছে যান অথবা জুম লেন্স ব্যবহার করুন।

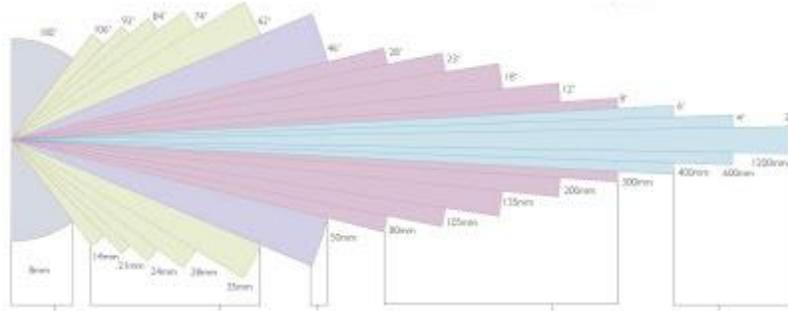
হাসিমুখের ছবি উঠান, স্বাভাবিক ভঙ্গির ছবি উঠান

সরাসরি ক্যামেরার দিকে না তাকিয়ে অন্যকিছুর দিকে তাকাতে বলুন এবং হাসিমুখ করতে বলুন। তাকে তৈরী হতে সময় দিন। যতটা সম্ভব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ছবি উঠান। কখনো কখনো দাত বের করা হাসির চেয়ে চোখের দৃষ্টি কিংবা অন্য কোন অভিব্যক্তি উচুমানের ছবি পেতে সাহায্য করে।

অধ্যায়-১১

ফোকাল লেন্স, এঞ্জেল অব ভিউ এবং নানা ধরনের লেন্স

ক্যামেরা কিংবা ছবি উঠানোর কথা বললেই কিছু শব্দ শোনা যায়, ওয়াইড এঞ্জেল, টেলিফটো, ফোকাল লেন্স ইত্যাদি। কিংবা লেন্সের ক্ষেত্রে বলা হয় অত মিলিমিটার। এই বিষয়গুলি ঠিক কি বুঝায়, ছবিতে এর কি প্রভাব পরে নতুন ফটোগ্রাফারদের কাছে অনেকটাই অস্পষ্ট মনে হতে পারে। বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে।



হয়ত লক্ষ করেছেন ডিজিটাল ক্যামেরার তুলনা করা হয় ৩৫মিলিমিটার ক্যামেরার সাথে। আগেকার দিনের ৩৫ মিলিমিটার ক্যামেরাকেই এখনও স্ট্যান্ডার্ড ধরে তারসাথে তুলনা করা হয়। যেমন উল্লেখ করা হল অমুক লেন্স ১৮-৮৫ মিমি, এরপরই উল্লেখ করা হয় ৩৫ মিমি এর তুলনায়।

খালিচোখে আমরা যেমন দেখি ছবিতে যদি ঠিক তেমনটি পেতে চাই তাকে বলতে পারি নরম্যাল লেন্স। হিসেব করে দেখা গেছে ৫০ থেকে ৫৫ মিমি পর্যন্ত লেন্সে এধরনের ছবি পাওয়া যায়। কাজেই লেন্সের হিসেবে এগুলি স্ট্যান্ডার্ড লেন্স নামে পরিচিত।

যদি এরথেকে কম ফোকাল লেন্স হয় তাহলে সামনের দৃশ্য খালিচোখে যতটা দেখা যায় তারথেকে বেশি দেখা যাবে। লেন্স অনেক বেশি কৌণিক দৃশ্য ধারণ করে, সেকারনে একে বলা হয় ওয়াইড এঞ্জেল লেন্স। মূলত ৩৫ মিমি এর নিচের ফোকাল লেন্সের লেন্সগুলি ওয়াইড এঞ্জেল নামে পরিচিত। এঞ্জেলের পরিমাণ যদি খুব বেশি হয় তাহলে সামনের দৃশ্য গোলাকার ধারণ করে। অনেকটা মাছের চোখের মত বলে এর নাম ফিস-আই লেন্স।

আবার বিপরীতভাবে ফোকাল লেন্স যদি বেশি হয় তাহলে সামনের দৃশ্যের জন্য কোন ছোট হয়ে আসে এবং নির্দিষ্ট অংশ দেখা যায়। একে ন্যারো এঞ্জেল লেন্স বলতে পারেন, তবে বাস্তবে একে বলা হয় লং ফোকাস লেন্স, কিংবা টেলিফটো লেন্স কিংবা জুম লেন্স।

নির্দিষ্টভাবে লেন্সের যে ভাগগুলি রয়েছে তা হচ্ছে

ফিসআই লেন্স : ৬ থেকে ৮ মিমি। অন্তত ১৮০ ডিগ্রী পর্যন্ত ধারণ করতে পারে। কখনো কখনো ২২০ ডিগ্রী পর্যন্ত (ক্যামেরার পেছন দিকে) ধারণ করার মত লেন্সও রয়েছে।

ওয়াইড এঞ্জেল লেন্স : ১৮ থেকে ৩৫ মিমি পর্যন্ত। সাধারণ কাজের জন্য এগুলি ব্যবহার করা হয়। এতে ডেপথ অব ফিল্ড বেশি পাওয়া যায়, ফলে ল্যান্ডস্কেপ, ইন্টেরিয়র, আর্কিটেকচার ইত্যাদি কাজের জন্য বেশি উপযোগি।

স্ট্যান্ডার্ড লেন্স : ৫০ মিমি। মানুষের চোখে দেখার কাছাকাছি বলে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। অনেক বেশি এপারচার ব্যবহার করা যায় বলে কম আলোতে ভাল ছবি পাওয়া যায়।



লং ফোকাস লেন্স : ৮০ থেকে ৪০০ মিমি। বিষয়কে অনেক বড় দেখা যায় বলে দূরের কোনকিছু ছবি উঠানোর জন্য বেশি উপযোগি। স্পষ্টভাবে দূরের কিছুর ছবি উঠানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। দূরত্ব বাড়ার সাথেসাথে ডেপথ অব ফিল্ড কমে যায়।



সুপারজুম বা এক্সট্রিম লং ফোকাস লেন্স : ৪০০ মিমি এর ওপর লেন্সকে এই দলে ফেলা হয়। পাখি বা বন্য প্রাণী এই ধরনের বিষয়ের জন্য বেশি উপযোগি। অনেকসময় একে টেলিফটো লেন্সও বলা হয়। সাধারণত এগুলি আকারে বড়

এবং ওজন বেশি বলে ট্রাইপড ব্যবহার করতে হয়। স্টেডিয়ামে খেলার সময় সাংবাদিকরা এগুলি ব্যবহার করে দূর থেকে ছবি উঠান।

এর বাইরে কিছু বিশেষ ধরনের লেন্স রয়েছে। যেমন;

ম্যাক্রো লেন্স : মাছির চোখ কিংবা ঘাসের ছোট একটি ফুল কাছ থেকে উঠানোর জন্য বিশেষ ধরনের এই লেন্স ব্যবহার করা হয়। যদিও এর ফোকাল লেন্স ৫০ থেকে ২০০ মিমি, এতে বিশেষভাবে ফোকাস করার কারণে বিষয়কে অনেক বড় আকারে পাওয়া যায়। এক্সটেনশন টিউব নামে একধরনের এডাপটার ব্যবহার করে সাধারণ লেন্সকে ম্যাক্রো লেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অনেকে নিজেই এধরনের টিউব তৈরী করে নেন। মূলত ক্যামেরা থেকে মূল লেন্সকে কিছুটা দূরত্বে রেখে একাজ করা হয়।

জুম এডাপটার : কোন লেন্সের সর্বোচ্চ ফোকাল লেন্সকে আরো বাড়ানোর জন্য একধরনের এডাপটার ব্যবহার করা হয়। ২এক্স এডাপটার ব্যবহারের অর্থ লেন্সের আগের ফোকাল লেন্সকে দ্বিগুন করা। ক্যামেরা এবং লেন্সের মাঝখানে একে লাগানো হয়।

অধ্যায়-১২

ক্যামেরা ব্যাগ: কি দেখে কিনবেন

আপনাকে যদি ক্যামেরা (অথবা ভিডিও ক্যামেরা) নিয়ে বাইরে যেতে হয় তাহলে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির একটি হচ্ছে ব্যাগ কিংবা কেস। ক্যামেরা এবং অন্যান্য সবকিছুকে শুধু সহজে বহন করাই না, বরং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ক্যামেরাকে রক্ষা করে এগুলি। এমনকি হঠাত আসা বৃষ্টি থেকেও।



আপনার প্রয়োজনীয় ব্যাগ বাছাই করার জন্য যে বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে;

ব্যাগের মাপ

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আপনার ক্যামেরার মাপের সাথে ব্যাগ মানানসই কিনা। যদি কম্প্যাক্ট ক্যামেরা হয় তাহলে কোমড়ে ঝুলানো পাউচ থেকে শুরু করে ছোট আকারের সোল্ডার ব্যাগ যথেষ্ট হতে পারে। যদি এসএলআর হয়, সাথে একাধিক লেন্স এবং ফ্লাশ থাকে তাহলে আপনাকে অবশ্যই তাদের সবগুলির জন্য যায়গা আছে দেখে ব্যাগ পছন্দ করতে হবে। বডিসহ একটি লেন্স, ২টি লেন্স, ৩টি লেন্স ইত্যাদি নানাধরনের মাপে ব্যাগ তৈরী করা হয়। এর ওপর রয়েছে মডেলের বিষয়। এসএলআর ক্যামেরাগুলি ছোট, মাঝারী, বড় এই প্রধান তিনটি মাপের হয়। ব্রান্ড

ভিত্তিক পার্থক্যও রয়েছে। আপনি নাইকন ক্যামেরার ব্যাগ কেনার সময় ক্যানন ক্যামেরার জন্য তৈরী ব্যবহার কিনবেন না এটাই স্বাভাবিক। কাজেই ব্যাগ কেনার আগে নির্দিষ্ট মডেল এবং সাথে আনুসঙ্গিক যাকিছু রয়েছে সেগুলি হিসেব করে ব্যাগ খোজ করুন।

নির্দিষ্টভাবে ক্যামেরার জন্য তৈরী ব্যাগই ব্যবহার করুন। সেখানে ক্যামেরা এবং লেন্সের জন্য সঠিক মাপের যায়গা করা থাকে।

ব্যাগের ধরন

ক্যামেরা ব্যাগের জন্য কয়েকটি ধরন প্রচলিত, হোলষ্টার, স্লিং, সোল্ডার, ব্যাকপ্যাক, রোলিং ইত্যাদি। একেবারে ছোটর জন্য হোলষ্টার, ছোট থেকে মাঝারী ক্যামেরার জন্য সোল্ডার, ছোট-মাঝারী থেকে বড়র জন্য ব্যাকপ্যাক এবং একেবারে বড় ব্যাগ হিসেবে রোলিং ব্যাগ ব্যবহার করা হয়। আপনি যেধরনের ব্যাগ ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন সেধরনের ব্যাগ বেছে নিন। সাধারনত যারা বন-জঙ্গল-পাহাড়ে ছবি উঠাতে যান তারা পছন্দ করেন সোল্ডার অথবা ব্যাকপ্যাক।

সফট ব্যাগগুলি এধরনের কাজের জন্য বেশি উপযোগি। আর গাড়িতে চলাফেরা করলে কেস (বাক্সের মত) ব্যবহার বেশি নিরাপদ। আঘাত পেলেও ক্যামেরার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

কি দিয়ে, কিভাবে তৈরী

ব্যাগ কত ভালভাবে তৈরী তার ওপর নির্ভর করে সেটা ক্যামেরাকে কতটা নিরাপত্তা দেবে। ভাল ব্যাগগুলি দীর্ঘস্থায়ী। অনেক ব্যাগই ওয়াটারপ্রুফ। বৃষ্টির ঝাপটা এলেও ভেতরে পানি ঢোকে না। ব্যাগটি কোন ধরনের পদার্থ দিয়ে তৈরী সেটা দেখে নেয়া জরুরী।

যারা প্রকৃতির ছবি উঠান তারা পরিবেশবান্ধব জিনিষপত্র ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। যেমন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক তাদের তৈরী ব্যাগ সম্পর্কে বলে সেগুলি পুরোপুরি পরিবেশবান্ধব। তাতে প্লাস্টিক জাতীয় কোনকিছু ব্যবহার করা হয় না। ক্যানভাস কাপড় এবং মেটাল ব্যবহার করা হয়।

ব্যাগের দাম

দাম অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ২ থেকে ৩ হাজার টাকার মধ্যে কমদামী ব্যাগ পাওয়া যায়, মাঝারী ব্যাগের জন্য ৩ থেকে ৬ হাজার টাকা খরচ হতে পারে। কেসের দাম আরো বেশি। কিন্তু আপনি যখন লক্ষ টাকার ক্যামেরা বহন করবেন তখন এখানেই বা খরচ কমাবেন কেন ? আপনার মূল্যবান ক্যামেরা রক্ষার জন্য খরচ কিছুটা বেশি হলেও ভাল ব্যাগ ব্যবহার করুন।

একেবারে কমদামে কিছু ব্যাগ পাওয়া যায় যেগুলি বাইরে থেকে মূল কোম্পানীর ব্যাগের মতই দেখায়। সেগুলি কেনার সময় ক্যামেরা, লেন্স ইত্যাদির জন্য প্যাডের ব্যবস্থা আছে কিনা, ক্যামেরা নড়াচড়া করবে কিনা এই বিষয়গুলি দেখে নিন।

ব্যাগ দেখতে কেমন

আপনি নিশ্চয়ই এমন ব্যাগ চান যা আপনার মনের মত সুন্দর। ব্যাগের ডিজাইন, রং ইত্যাদি ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। তারপরও, একজন ফটোগ্রাফার সুন্দর কিছু পছন্দ করবেন এটাই স্বাভাবিক। এদিকটাও গুরুত্ব দিয়ে দেখে নিন।

ব্যাগ কার তৈরী

যদি সবকিছু ঠিক থাকে তাহলে অবশ্যই ব্যাগ কোন কোম্পানী তৈরী করেছে তাতে কিছু যায় আসে না। তাহলেও যারা ব্যাগ তৈরী করে খ্যাতিলাভ করেছে তাদের ওপর নির্ভর করা তুলনামূলক সহজ। কাজেই ব্যাগ কেনার সময় বিশ্বখ্যাত নাম যেমন lowepro, Kata, National Geographic, Think Tank, Domke, Crumpler, Tamrac, M-Rock, Billingham এদের প্রাধান্য দিতে পারেন।

ব্যাগ কেনার আগেই ইন্টারনেটে সেই ব্যাগ সম্পর্কে জেনে নিন। এজন্য www.cambags.com এর মত ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারেন।

অধ্যায়-১৩

সঠিক রঙের জন্য হোয়াইট ব্যালান্স ঠিক করুন

ছবি উঠানোর সময় এপারচার, সাটার স্পিড, আইএসও ইত্যাদি বিষয় এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে হোয়াইট ব্যালান্স বিষয়টি অনেকসময়ই গুরুত্ব পায় না। ফল হিসেবে ছবিতে পাওয়া যায় কখনো নিলচে, লালচে বা সবজেটে ভাব। হোয়াইট ব্যালান্স ঠিক করে এই সমস্যা দূর করা যায় সহজেই।

একচু জেনে নেয়া যাক হোয়াইট ব্যালান্স বিষয়টি কি ?



ছবিতে সবচেয়ে আলোকিত এবং সবচেয়ে অন্ধকার দুটি বিন্দুর কথা চিন্তা করুন। সবচেয়ে আলোকিত অংশের রং হওয়ার কথা একেবারে সাদা, সবচেয়ে অন্ধকার অংশ হওয়ার কথা একেবারে কালো। সাদাকে পুরোপুরি সাদা দেখানোর ব্যবস্থাকে বলে হোয়াইট ব্যালান্স।

এর পেছনে রয়েছে কিছটা আলো তত্ত্ব। প্রতিটি রঙের রয়েছে সাদার তুলনায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। একে পরিমাপ করা হয় কেলভিন তাপমাত্রার স্কেলে এবং নাম কালার টেম্পারেচার। আলট্রাভায়োলেট শর্ট ওয়েভ লেন্থের কালার টেম্পারেচার বেশি, যেমন সাদা হচ্ছে ৫৬০০ ডিগ্রী কেলভিন, অন্যদিকে ইনফ্রারেড লং ওয়েভের টেম্পারেচার কম, ২০০০ ডিগ্রী কেলভিন। বেগুনি থেকে লালের দিকে মাঝের রংগুলি ক্রমাশয়ে নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিকভাবে কালার টেম্পারেচার হচ্ছে কার্বনকে উত্তপ্ত করলে বিভিন্ন কেলভিন টেম্পারেচারে রঙের যে পরিবর্তন হয় সেটা। যেমন ২০০০ ডিগ্রী তাপমাত্রায় কার্বনের রং লাল। ৫৬০০ ডিগ্রীতে একেবারে সাদা।

সূর্যের উদাহরণ বিবেচনায় আনতে পারেন। দুপুরে যখন কালার টেম্পারেচার সবচেয়ে বেশি তখন আমরা সাদা আলো পাই, অন্যদিকে সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের সময় কৌনিক অবস্থানের কারণে কালার টেম্পারেচার কমে যায়, আমরা পাই লালচে এবং হলদেটে সোনালী আলো।

আমরা চোখে দেখার সময় খুব সহজে চোখ তারসাথে মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু ক্যামেরা নিজে থেকে সেটা করে না। ফল হিসেবে সূর্যাস্তের ছবি উঠানোর সময় যদি দুপুরের কালার টেম্পারেচারের হোয়াইট ব্যালান্স সেটিং ব্যবহার করা হয় সেখানে লালচে-হলুদ রং থাকবে না। আপনিও সঠিক রং পাবেন না। হোয়াইট ব্যালান্স সেটিং এর দিকে দৃষ্টি দিয়ে আপনি পেতে পারেন নিখুঁত রঙের ছবি।

অধিকাংশ ক্যামেরায় হোয়াইট ব্যালাস সেটিং এর জন্য কয়েকটি অপশন থাকে। এদের একটি অবশ্যই অটো যেখানে ক্যামেরা নিজেই আলো বিশ্লেষণ করে ঠিক করে নেয় কোন ধরনের হোয়াইট ব্যালাস ব্যবহার করবে। পেশাদার ফটোগ্রাফাররা এটা ব্যবহার করেন সবচেয়ে কম।

এছাড়া থাকে সরাসরি সূর্যের আলো, মেঘলা দিন, ছায়া, মোমের আলো, ফ্লুরোসেন্ট টিউবের আলো, সাধারণ আলো, ফ্লাশ ইত্যাদি নাম। যখন যে আলোয় ছবি উঠাতে চান তখন সেটা সিলেক্ট করে নিতে পারেন।

অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফাররা এতে সন্তুষ্ট নন (সেকারনেই তাদের ছবি ভাল হয়)। তাদের জন্য কিছু ক্যামেরায় রয়েছে ডিগ্রী কেলভিন মান দেখে হোয়াইট ব্যালাস ঠিক করা। এজন্য আপনাকে জানতে হবে কোন আলোর কালার টেম্পারেচার মান কত। কাজটি কঠিন।

অনেক ক্যামেরায় যেখানে ছবি উঠাচ্ছেন সেখানকার কালার টেম্পারেচার যাচাই করার ব্যবস্থা থাকে। একমাত্র এভাবেই একেবারে সঠিক কালার টেম্পারেচার ব্যবহার করা সম্ভব।

যেমন নাইকন ডি৯০ ক্যামেরাকে উদাহরণ হিসেবে দেখুন,

- মেনু থেকে **Preset Manual** সিলেক্ট করুন
- যেখানে ছবি উঠাবেন সেই পরিস্থিতিতে একটি সাদা কাগজ (অথবা একেবারে সাদা অন্যকিছু) রাখুন
- **Aperture Priority** মোডে যান
- হোয়াইট ব্যালাস বাটন চেপে ধরে কমান্ড ডায়াল ঘুরাতে থাকুন যতক্ষণ না প্রিসেট দেখা যায়।
- হোয়াইট ব্যালাস বাটন ছেড়ে দিন, এরপর আবারও চেয়ে ২ সেকেন্ড ধরে রাখুন। ডিসপ্লিতে প্রিসেট আইকন ব্লিংক করতে থাকবে।
- পুরো স্ক্রিনে সাদা কাগজটি ফোকাস করুন।
- সাটার রিলিজ বাটন চাপ দিন।

কোন ছবি উঠবে না কিন্তু ক্যামেরা সেই পরিস্থিতির হোয়াইট ব্যালাস এর জন্য মান রেকর্ড করবে। সঠিক মান রেকর্ড হলে ডিসপ্লিতে **Good** লেখা পাবেন। পরিবেশ কিংবা আলোর পরিবর্তনের সাথেসাথে এই মানও পরিবর্তিত হতে পারে। কাজেই যায়গা বা সময় পরিবর্তনের পর আপনাকে পুনরায় এই সেটিং ঠিক করে নিতে হতে পারে। বড়জোর কয়েক সেকেন্ড সময় লাগবে এটা করতে। আপনার ক্যামেরায় যদি এই ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেটা ব্যবহার করুন।

*** অন্য ক্যামেরার জন্য পদ্ধতিতে কিছুটা ভিন্নতা থাকতে পারে। সেটা জানার জন্য আপনার ক্যামেরার ম্যানুয়েল দেখুন।

অধ্যায়-১৪

মুভমেন্ট ফটোগ্রাফি

ছবি উঠানোর সময় হাত এবং ক্যামেরা স্থির রাখবেন, সম্ভব হলে ট্রাইপড ব্যবহার করবেন অথবা কোথাও ঠেস দিয়ে দাড়াবেন, বেশি সাটার স্পিড ব্যবহার করবেন, ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন ব্যবহার করবেন এসব কথা শুনাই আপনি অভ্যস্ত। এর বিপরীত দিক কি কখনো ভেবে দেখেছেন। ছবি উঠানোর সময় ইচ্ছে করে ক্যামেরা নাড়ানো। ফটোগ্রাফিতে এর নাম মুভমেন্ট ফটোগ্রাফি।



মূল বিষয় হচ্ছে সাটার স্পিড কম ব্যবহার করবেন যেন বেশি সময় ধরে এক্সপোজার পাওয়া যায়। যতক্ষন সাটার খোলা থাকবে সেই সময়ে ক্যামেরা নাড়ানো। আলোর যায়গাগুলি একধরনের গতিশীল আলোকপথ তৈরী করবে। একেবারে অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাজটি না করে একেই নিজের পছন্দমত কাজে ব্যবহার করতে পারেন। যেমন জুম ইফেক্ট।



Aperture Priority মোড সিলেক্ট করুন। এপারচার ২২ সেট করুন। যে বিষয়ের ছবি উঠাবেন সেখানে ফোকাস করুন। সাটার রিলিজ চেপে ছবি উঠানোর সময় দ্রুত জুম কম বা বেশি করুন। আলোকরশ্মির ইফেক্ট পাবেন এরফলে।



অথবা ব্যবহার করতে পারেন রোটেশন ইফেক্ট। ছবি উঠানোর সময় ক্যামেরা বৃত্তাকারে ঘুরান, অথবা আপনি নিজেই ক্যামেরা সহ ঘুরুন। হয়ত স্পষ্ট বিষয় পাবেন না কিংবু রঙের বৈচিত্র থাকলে মজাদার কিছু পাবেন। উদাহরণের ছবিটি মাথার ওপর বড়বড় গাছের।



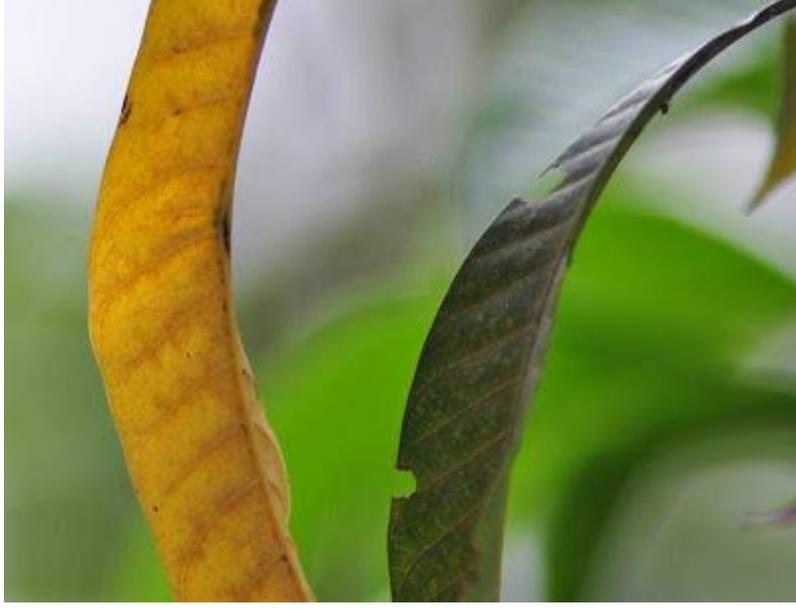
অথবা বাগানে ফুলের ছবি উঠানোর সময় সাটার স্পিড একেবারে কমিয়ে ইচ্ছেমত ক্যামেরা ঘুরান। একেবারে ভিন্ন ধরনের ছবি পাবেন। ক্যামেরা ওপরে নিচে করে আরেকধরনের ইফেক্ট পেতে পারেন।

জুম ইফেক্ট এর জন্য এসএলআর অথবা জুম-রিং ব্যবহার করা যায় এমন ক্যামেরা প্রয়োজন হবে। অন্য ইফেক্টগুলি ব্যবহার করা যাবে যে কোন ক্যামেরায়।

অধ্যায়-১৫

দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন

যারা ছবি উঠান তাদের স্বাভাবিক একটি প্রশ্ন, কিসের ছবি উঠাব? অনেকেই ছবি উঠানোর জন্য বনে-পাহাড়ে যান একথা ঠিক। সেখানে তারা যে দৃশ্য উঠানোর সুযোগ পান তা অন্যভাবে পাওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু আপনার চারিদিকে যাকিছু রয়েছে সেখান থেকেই পেতে পারেন দৃষ্টিনন্দন ছবি।



উদাহরনের এই ছবিটি দেখুন। দুটি পাতার ছবি উঠানোর জন্য নিশ্চয়ই আপনার বনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ছবিটি ঢাকা শহরে উঠানো।



কিংবা এই কৃষ্ণচূড়ার ডালটি। যে কোন ফুলগাছেই আপনি পেতে পারেন এমন একটি অংশ।



কিংবা কাছ থেকে ওঠানো এই মাকড়সার দল।



কিংবা ঘরের দেয়ালে সাধারণ টিকটিকি।
ভাল ছবির জন্য আপনার দৃষ্টিভঙ্গিই যথেষ্ট। ক্যামেরার দৃষ্টিতে দেখা অভ্যেস করুন, সাধারণ বিষয়কেও
অসাধারণভাবে ছবিতে ধরে রাখা সম্ভব হবে।

অধ্যায়-১৬

ফটোগ্রাফির জন্য এডবি লাইটরুম ৩

ফটোগ্রাফারদের কাছে এডবি লাইটরুম অত্যন্ত জনপ্রিয়। সাম্প্রতিক তথ্য থেকে জানা যায় আগে ফটোশপ ব্যবহার করতেন এমন অনেকে লাইটরুমের দিকে যাচ্ছেন। এথেকে এটুকু ধারণা করা যায় এতে নিশ্চয়ই এমন কিছু সুবিধে রয়েছে যা ফটোশপ থেকেও বেশি সুবিধে দেয়।



সরলভাবে বিষয়টা দেখা যাক। ফটোগ্রাফাররা প্রচুর ছবি উঠান। কাজেই তাদের কাজ করতে হয় শতশত ছবি নিয়ে। ফটোশপ বেশি ছবি ব্যবহারের সুযোগ দেয় না। একটি একটি করে ছবি নিয়ে কাজ করতে হয়। এই সুবিধে পাওয়া যায় লাইটরুমে।

ফটোগ্রাফারদের প্রয়োজন মূলত ছবির আলো ঠিক করা। কোথাও কমানো, কোথাও বাড়ানো। তাদের নিশ্চয়ই অনেকগুলি লেয়ার নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন নেই, কিংবা প্রয়োজন নেই পেইন্ট করা। কাজেই সেদিক থেকে লাইটরুম ফটোশপের তুলনায় সরল সফটওয়্যার।

ফটোশপ নিজেই অত্যন্ত শক্তিশালী সফটওয়্যার। তারওপর রয়েছে অসংখ্য প্লাগইন। ছবির নয়েজ দূর করা থেকে শুরু করে স্পেশাল ইফেক্ট পর্যন্ত সব ধরনের কাজের জন্য প্লাগইন রয়েছে। এই প্লাগইনগুলির অধিকাংশই ব্যবহার করা যায় লাইটরুমেও। তাহলে আর ফটোশপ প্রয়োজন কি।

আর সবকথার বড় কথা, ফটোশপের দাম লাইটরুম থেকে অনেক বেশি। কাজেই ফটোগ্রাফারদের পছন্দ লাইটরুম। লাইটরুম সফটওয়্যারটি প্রচলিত সফটওয়্যারগুলি থেকে একটু পৃথক। ফটোশপে আপনি একটি ছবি ওপেন করবেন, তাকে পরিবর্তন করবেন, তারপর সেভ করবেন। প্রয়োজনে আগেরটি ঠিক রেখে ভিন্ননামে সেভ করবেন। লাইটরুম তৈরী করা হয়েছে বহুসংখ্যক ছবি নিয়ে কাজ করার জন্য, এবং ধরেই নেয়া হয়েছে আপনি মূল ছবিগুলিকে অক্ষত রেখে কাজ করবেন। কাজেই কোন ইমেজ ওপেন করার আগেই আপনি কিছু বিষয় ঠিক করে নেবেন। যেমন আপনার মূল ইমেজগুলি কোথায় থাকবে, পরিবর্তন করা ইমেজগুলি কোথায় থাকবে। কখনোই আপনার মূল ইমেজের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে না। আপনি ইমেজ ওপেন করতে পারেন ক্যামেরার মেমোরী কার্ড থেকে অথবা হার্ডডিস্কে কপি করার পর। কিংবা ওপেন করার সময়ই আপনি সেখানে মেটাডাটা যোগ করতে পারেন।

লাইটরুম ইন্টারফেস

লাইটরুম ওপেন করলে আপনি এধরনের একটি ইন্টারফেস দেখবেন। ইন্টারফেসটি তুলনামূলক সরল, তারপরও এখানে লক্ষ্য করার মত বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে।

বামদিকে অবশ্যই সফটওয়্যারের নাম লেখা। এর ডানদিকে **Library, Develop, Slideshow, Print, web** লেখা মডিউল পিকার। নাম থেকেই ধারণা করা যায় এগুলির কাজ যথাক্রমে ফাইল ম্যানেজমেন্ট, ছবির পরিবর্তন, ছবিগুলির স্লাইডশো দেখা, প্রিন্ট করা এবং ইন্টারনেটে ব্যবহার করা।

আপনি যে ছবি নিয়ে কাজ করবেন সেটি দেখা যাবে মাঝখানে। একটি ছবিকে বড় করে দেখা যেতে পারে, অথবা অনেকগুলি ছবির প্রিভিউ দেখা যেতে পারে। কিভাবে দেখবেন সিলেক্ট করা যাবে ছবির নিচের অংশ থেকে। এর ডানপাশের স্লাইডার ব্যবহার করে ছবির জুম নিয়ন্ত্রন করা যাবে।

মূল স্ক্রিনের দুপাশে রয়েছে দুটি প্যানেল। সিলেক্ট করা মডিউলের ওপর নির্ভর করে এগুলি পরিবর্তিত হয়। যেমন **Library** সিলেক্ট করলে বামদিকে ফোল্ডার, ক্যাটালগ ইত্যাদি অপশন এবং ডানদিকে হিষ্টোগ্রাম, কুইক ডেভেলপ, মেটাডাটা ইত্যাদি অপশন পাওয়া যাবে। আর **Develop** সিলেক্ট করলে বামদিকে প্রিসেট, স্লাপশট ইত্যাদি অপশন, ডানদিকে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের অপশন পাওয়া যাবে। যে কোন অপশনের নামের ওপর অথবা পাশের ত্রিকোণাকার চিহ্নে ক্লিক করে সেটা ওপেন করা যাবে।

একেবারে নিচের দিকে রয়েছে ফিল্মস্ট্রিপ। ইমপোর্ট করা ইমেজগুলির প্রিভিউ দেখা যাবে এখানে। যে কোনটিতে ক্লিক করলে তাকে একটি ইমেজ হিসেবে মাঝের উইন্ডোতে পাওয়া যাবে। ফিল্মস্ট্রিপের উইন্ডোর ডিভাইডার ব্যবহার করে বড়ছোট করে থাম্বনেইলের আকার বড়-ছোট করা যাবে।



ইমপোর্ট করা

প্রথমবার লাইটরুম চালু করলে আপনি কোন ইমেজ পাবেন না। ইমেজ ব্যবহারের জন্য আপনাকে সেগুলি ইমপোর্ট করতে হবে। এখানে কিছু বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

লাইটরুমে প্রায় সবধরনের বিটম্যাপ ইমেজ, সব ধরনের র, সিএমওয়াইকে এবং নতুন ভার্সনে (৩.০) তে ভিডিও ফরম্যাট ইমপোর্ট করা যাবে।

- ইমপোর্ট করার জন্য মডিউল সিলেক্ট করুন। এরপর বামদিকের প্যানেলের নিচের দিকে **Import** বাটনে ক্লিক করুন (অথবা মেনু থেকে কমান্ড দিন)। বামদিকের প্যানেলে সোর্স হিসেবে ড্রাইভ/সংযুক্ত মেমোরীকার্ড ইত্যাদি দেখা যাবে।
- ড্রাইভ সিলেক্ট করুন। যে ফোল্ডারে ছবিগুলি রয়েছে সেটি সিলেক্ট করুন। ভেতরের ইমেজগুলির প্রিভিউ দেখা যাবে। অপশন ক্লিক করে সাবফোল্ডারের ইমেজগুলি ব্যবহার করতে পারেন অথবা এটি অফ করে নির্দিষ্ট একটি ফোল্ডার ব্যবহার করতে পারেন।
- প্রিভিউ উইন্ডোতে লক্ষ্য করলে প্রতিটি ইমেজের ওপরে একটি টিক চিহ্ন দেখা যাবে। কোন ছবিকে ইমপোর্ট কাজ থেকে বাদ দেয়ার জন্য সেই ছবির টিক চিহ্ন উঠিয়ে দিন। প্রয়োজনে গ্রিড ভিউ এর বদলে লুপ ভিউ ব্যবহার করে ইমেজকে বড় করে দেখে নিতে পারেন।

- ইমপোর্ট কিভাবে করা হবে সেজন্য জন্য ৪টি অপশন রয়েছে প্রিভিউ উইন্ডোর ওপরে। **Copy to DNG** অপশন প্রতিটি ফাইলকে প্রথমে অন্য ফোল্ডারে কপি করবে এবং তাদেরকে **DNG** তে কনভার্ট করবে। **Copy** সিলেক্ট করলে সবগুলিকে নতুন ফোল্ডারে কপি করবে, **Move** সিলেক্ট করলে সবগুলি ইমেজকে অন্য যায়গায় সরিয়ে নেবে (যেমন মেমোরীকার্ড থেকে হার্ডডিস্কে) এবং **Add** সিলেক্ট করলে ফোল্ডারের কোন পরিবর্তন না করে সরাসরি ইমপোর্ট করবে।
- ডানদিকের প্যানেলটি একবার যাচাই করে নিন। **Render Preview** অংশে ৪টি অপশন রয়েছে। মূলত প্রিভিউ এর মান ঠিক করার জন্য এই অপশনে পরিবর্তন করবেন। ভাল মান ব্যবহার করলে বেশি সময় প্রয়োজন হবে।
- **Don't Import Suspected Duplicates** সিলেক্ট করা থাকলে একই ইমেজ দুবার ইমপোর্ট হওয়ার সম্ভাবনা বাতিল করবে।
- সবকিছু ঠিক করা হলে নিচে ডানদিকে ইমপোর্ট বাটনে ক্লিক করুন। সিলেক্ট করা ইমেজগুলি ইমপোর্ট হবে।



বেসিক এডিটিং

- ইমপোর্ট করার পর কোন ছবি এডিট করার জন্য মডিউলে যান।
- নিচের ফিল্মস্ট্রিপ থেকে সেটি সিলেক্ট করুন।

- ডানদিকে প্যানেল থেকে **Basic** ট্যাব ওপেন করুন। এখানে **Temperature, Color, Exposure, Recovery, Fill light, Blacks, Brightness, Contrast, Clarity** ইত্যাদি সবকিছু পরিবর্তন করার জন্য স্লাইডার পাওয়া যাবে। যে কোনকিছু পরিবর্তনের সাথেসাথে তার প্রিভিউ দেখা যাবে।
- **Tone Curve, HSL, Effect** ইত্যাদি ট্যাব ওপেন করে সেখানে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এখানে কি করতে হয়।

এক্সপোর্ট করা

ছবির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার পর চূড়ান্ত ছবি পাওয়ার জন্য মেনু থেকে **File - Export** কমান্ড ব্যবহার করুন। এক্সপোর্ট মেনুতে ফোল্ডারের নাম বলে দেয়াসহ আউটপুট ইমেজের ফরম্যাট, সাইজ ইত্যাদি বলে দেয়া যাবে।

অধ্যায়-১৭

ডিজিটাল এসএলআর ক্যামেরা ব্যবহার

যারা পয়েন্ট এন্ড শ্যুট ক্যামেরা ব্যবহারে অভ্যস্ত তারা সাধারণত এসএলআর ক্যামেরাকে কিছুটা ভীতির চোখে দেখেন। ভাবেন সেটার ব্যবহার হয়ত জটিল। বাস্তবে এসএলআর ক্যামেরাকে আপনি ব্যবহার করতে পারেন পয়েন্ট এন্ড শ্যুট ক্যামেরার মতই। উন্নত ক্যামেরার কারণে পাবেন ভাল মানের ছবি। সেইসাথে সামান্য কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখলে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে উচ্চমানের ছবি পাবেন।



ডিজিটাল এসএলআর ক্যামেরা ব্যবহারের সাধারন নিয়মগুলি এখানে শেখানো হচ্ছে। উদাহরন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে নাইকন ডি-৯০, তবে যে কোন এসএলআর ক্যামেরার ক্ষেত্রে এই একই নিয়ম প্রযোজ্য।

প্রথমে ক্যামেরার অংশগুলি একবার দেখে নেয়া যাক।

ডিজিটাল এসএলআর ক্যামেরার প্রধান বৈশিষ্ট এতে এলসিডি ডিসপ্লে ছাড়াও রয়েছে অপটিকাল ভিউফাইন্ডার। এর মাধ্যমে আপনি যা দেখতে পান সেটা দেখা যায় লেন্সের ভেতর দিয়ে। একটি আয়নার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে ভিউফাইন্ডারের মাধ্যমে দেখা যায়। সেকারনেই নাম এসএলআর (সিংগেল লেন্স রিফ্লেক্ট)। অন্যদিকে পয়েন্ট এন্ড শ্যুট ক্যামেরায় যে ইলেকট্রনিক ভিউফাইন্ডার থাকে সেটা লেন্সের ভেতর দিয়ে আসে না, সেটা পৃথকভাবে দেখার ব্যবস্থা। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকার সম্ভাবনা থেকে যায়।

লেন্সের ভেতর দিয়ে দেখার সুবিধে হচ্ছে একেবারে নিখুত দৃশ্য দেখার সুযোগ। ক্যামেরার নির্মাতা বলেন এলসিডি ডিসপ্লে ব্যবহার যদিও কখনো কখনো সুবিধেজনক (বিশেষ করে ভিডিও করার সময়) তাহলেও সেটা শতভাগ নিখুত না, ভিউফাইন্ডার নিখুত। কাজেই এসএলআর ক্যামেরা ব্যবহারের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনি ভিউফাইন্ডার ব্যবহার করবেন এটাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে মেইন কন্ট্রোল ডায়াল এবং কন্ট্রোল সাব-ডায়াল। সাটার রিলিজ বাটনের সামনে এবং ক্যামেরার পেছনে যে দুটি হইল রয়েছে এই দুটি। এপারচার, সাটারস্পিড সহ যে কোন পরিবর্তনের জন্য এদুটি ঘুরাতে হয়। এদের অবস্থান এমনই যে সাটার রিলিজ বাটনের ওপর একটি আঙুল রেখে সহজে ঘুরানো যায়।

তৃতীয় বড় পার্থক্য হচ্ছে জুম রিং। লেন্সের বিশেষ অংশ ঘুরালে জুম কমবেশি হয়। ফলে খুব দ্রুত জুম পরিবর্তন করা যায়। এছাড়া একই পদ্ধতিতে ঘুরিয়ে ফোকাস করার জন্য রয়েছে ফোকাস রিং। ম্যানুয়েল ফোকাস করার সময় এটা ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার পদ্ধতি

আপনি ক্যামেরাকে একেবারে পয়েন্ট এন্ড শ্যুট ক্যামেরার মত ব্যবহার করতে চান। এজন্য রয়েছে অটোমোড। মোড ডায়ালে সবুজ রঙের চিহ্নকে ঘুরিয়ে পয়েন্টারের কাছে আনুন। এখন যার ছবি উঠাতে চান সেদিকে ক্যামেরা তাক করুন। সাটার রিলিজ বাটন অর্ধেক নামিয়ে আনুন, ফোকাস হবে। পুরো চাপ দিন ছবি উঠবে। যদি আলো কম থাকে ফ্লাশ নিজে থেকেই খুলে যাবে এবং জ্বলবে।

মুহুর্তেই আপনি বুঝে যাবে সাধারণ ক্যামেরা থেকে এসএলআর এর পার্থক্য কোথায়। এতে ফোকাস হবে খুব দ্রুত, উড়ে যাওয়া পাখিকেও ফোকাস করে ছবি উঠানো সম্ভব।

বিভিন্ন মোড ব্যবহার

আপনি কখনো সামনে দাড়ানো মানুষের ছবি উঠাবেন (পোর্ট্রেট) কখনো খোলা মাঠ-আকাশের ছবি উঠাবেন (ল্যান্ডস্কেপ) কখনো কাছ থেকে ফুলের ছবি উঠাবেন (ক্লজআপ)।

ছবি উঠানোর আগে মোড ডায়াল ঘুরিয়ে কখনো মুখের ছবি, কখনো পাহাড়ের ছবি, কখনো ফুলের ছবি দেখে নির্দিষ্ট মোড ব্যবহার করুন। ক্যামেরা নিজেই সঠিক এপারচার, সাটারস্পিড ইত্যাদি ঠিক করে নেবে।

কাজেই ব্যবহারের দিক থেকে এপর্যন্ত কম্প্যাক্ট ক্যামেরা থেকে এসএলআর ক্যামেরার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

এপারচার এবং সাটারস্পিড মোড

দক্ষ ফটোগ্রাফাররা এই দুটি মোড ব্যবহার করেন সবচেয়ে বেশি। এপারচার প্রায়োরিটি মোডে তিনি এপারচার কত হবে ঠিক করে দেন (এপারচার পরিবর্তন করলে কিকি পরিবর্তন হয় সেকথা জানানো হয়েছে অন্য টিউটোরিয়ালে)।

তারসাথে মিল রেখে সঠিক সাটারস্পিড ঠিক করে নেয় ক্যামেরা।

বিপরীতভাবে সাটার স্পিড মোডে আপনি সাটার স্পিড ঠিক করে দেবেন, ক্যামেরা নিজেই তারসাথে মানানসই এপারচার ঠিক করে নেবে।

আপনার দায়িত্ব আপনি কোন মোড ব্যবহার করবেন সেটা ঠিক করা। আকাশে উড়তে থাকা পাখির স্পষ্ট ছবি কিংবা দূত গতিশীল কিছুকে স্থির দেখানোর জন্য আপনার বেশি সাটার স্পিড প্রয়োজন, কাজেই আপনি সাটারস্পিড নিজে ঠিক করে দেবেন।

আবারও, কখন কোন মোডে ছবি উঠাবেন সে সম্পর্কে অন্য টিউটোরিয়ালে লেখা হয়েছে।

এপারচার প্রায়োরিটি মোডে ছবি উঠানোর জন্য মোড ডায়াল ঘুরিয়ে এপারচার মোড (A) সিলেক্ট করুন। ফোকাস করুন। ভিউফাইন্ডার (অথবা ডিসপ্লে) বর্তমানের এপারচার সেটিং দেখাবে। সেটা পরিবর্তনের জন্য সামনের দিকের কমান্ড ডায়াল ঘুরান। একদিকে ঘুরালে এপারচার বাড়বে, বিপরীত দিকে ঘুরালে এপারচার কমবে। পছন্দমত এপারচার সেট করার পর ছবি উঠান।

সাটারস্পিড মোডে ছবি উঠানোর জন্য সাটার স্পিড মোড (S) সিলেক্ট করুন, ফোকাস করুন, পেছনের দিকের কমান্ড ডায়াল ঘুরিয়ে সাটার স্পিড পরিবর্তন করুন এবং ছবি উঠান।

ম্যানুয়েল মোড

ম্যানুয়েল মোড হচ্ছে যেখানে আপনি এপারচার এবং সাটার স্পিড দুটিই নিজে ঠিক করে দেবেন। অর্থাৎ আপনি জানেন এপারচার এবং সাটারস্পিড কত রাখলে ভাল ছবি পাওয়া যাবে।

ম্যানুয়েল মোড (M) সিলেক্ট করুন, আগের পদ্ধতিতে সামনের এবং পেছনের ডায়াল ব্যবহার করে এপারচার এবং সাটার স্পিড পরিবর্তন করুন। ছবি উঠান।

এটুকু জেনে আপনি দক্ষতার সাথে এসএলআর ক্যামেরা ব্যবহার করতে পারেন। আপনার ক্যামেরা মডেলের সাথে এই ক্যামেরার (নাইকন ডি-৯০) পার্থক্য থাকলে ক্যামেরার ম্যানুয়েল থেকে পার্থক্য সম্পর্কে জেনে নিন।

অধ্যায়-১৮

ডিজিটাল এসএলআর ক্যামেরা ব্যবহার মিটারিং মোড

ডিজিটাল এসএলআর ক্যামেরা ব্যবহারের মূল কারন আপনি উচু মানের ছবি চান। ক্যামেরা তাক করবেন আর ক্লিক করে ছবি উঠাবেন এতে সন্তুষ্ট নন। ভাল ছবির জন্য আপনাকে দৃষ্টি রাখতে হয় ছবির জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর দিকেই। ফটোগ্রাফির মূল শব্দ হচ্ছে ফটো বা লাইট। একে একেবারে নিখুতভাবে ব্যবহার করার ওপর নির্ভর করে ছবি ভালমন্দ।



Matrix, Center Weighted and Spot metering

সব ক্যামেরাতেই মিটারিং বলে একটি ব্যবস্থা রয়েছে। সামনে যে আলো আছে তারজন্য কত এপারচার ব্যবহার করবেন, কত সাটার স্পিড ব্যবহার করবেন এটা ক্যামেরা নিজেই হিসেব করে বলে দিতে পারে। আপনি একটিকে নির্দিষ্ট করে দিলে তারসাথে মানানসই আরেকটি কত হবে সেটা নিয়েও ভাবতে হয় না। এর বাইরেও আরো নিখুতভাবে আলো ব্যবহারের ব্যবস্থা রয়েছে এসএলআর ক্যামেরায়।

এখানে নাইকন ডি-৯০ ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে উদাহরন হিসেবে। নাইকনের অন্যান্য এসএলআর ক্যামেরা সরাসরি একইভাবে ব্যবহার করা যাবে, এছাড়া অন্য ব্রান্ডের ক্যামেরায় বাটন-পদ্ধতির কিছু ভিন্নতা থাকলেও মূল বিষয় একই।

মিটারিং মোড

আপনি এক্সপোজার পরিমাপের জন্য সামনে দৃশ্য ব্যবহার করবেন। কিন্তু কতটা অংশ। যেখানে এক যায়গায় আলো বেশি, আরেক যায়গায় কম। একটি পাখির ছবি উঠানোর সময় আপনি তার মাথাকেই মূল ধরে ছবি উঠানো পছন্দ করবেন, কিন্তু বাগানের ছবি উঠানোর সময় আলোছায়া সম্বলিত বেশ কিছুটা যায়গা বিবেচনায় আনতে চান।

ডি-৯০ মিটারিং মোড ৩ ধরনের। ম্যাট্রিক্স, সেন্টার ওয়েটেড এবং স্পট।

ম্যাট্রিক্স মিটারিং : এটাই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। সামনের দৃশ্য থেকে আলো ক্যামেরার সেন্সরে প্রবেশ করে এবং সেখানে ডাটাবেজের লক্ষ লক্ষ প্যাটার্নের সাথে মিলিয়ে সঠিক মান বের করে।

সেন্টার ওয়েটেড মিটারিং : পুরো দৃশ্য বিবেচনায় আনা হবে, কিন্তু বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে কেন্দ্রের মূলত ৮ মিমি এলাকাকে।

স্পট মিটারিং : কেন্দ্রের ৩.৫ মিমি এলাকাকে প্রাধান্য দিয়ে হিসেব করা হবে।



মিটারিং মোড পরিবর্তন

- ক্যামেরা অন থাকা অবস্থায় মিটারিং বাটন চেপে ধরুন (সোটার রিলিজ বাটনের পাশে)।
- কমান্ড ডায়াল ঘুরিয়ে সঠিক মোড সিলেক্ট করুন।
- সেটিং দেখার জন্য ওপরের ডিসপ্লে ব্যবহার করতে পারেন অথবা এলসিডি অন করে নিতে পারেন।

ছবির বিষয় অনুযায়ী সঠিক মিটারিং মোড ব্যবহার করুন, ভাল ছবি উঠান।

অধ্যায়-১৯

ডিজিটাল ফটোগ্রাফিতে ইমেজ ষ্ট্যাবিলাইজেশন

আধুনিক ক্যামেরাগুলির জন্য ইমেজ ষ্ট্যাবিলাইজেশন একটি প্রচলিত শব্দ। বলা হয় ভাল, স্পষ্ট ছবি উঠানোর সুযোগ করে দেয় এই ব্যবস্থা। ইমেজ ষ্ট্যাবিলাইজেশনের বিস্তারিত জেনে নিন।



আপনি যখন ছবি উঠান, যতক্ষণ লেন্সের ঢাকনা খোলা থাকে ততক্ষণ সেন্সরে আলো আসতে থাকে। এইসময় যদি আপনার হাত কাপে তাহলে সামনের দৃশ্য একই যায়গায় থাকার বদলে কিছুটা ছড়িয়ে যায়। ফল হিসেবে ছবি পাওয়া যায় ঝাপসা। সাটার স্পিড যত কম এই ঝাপসা হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। আবার দূরের ছবি যখন উঠানো হয় তখন সামান্য নড়াচড়াও বড় দুরত্ব অতিক্রম করে, সেখানেও ছবি ঝাপসা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই সমস্যার সমাধান দেয় ইমেজ ষ্ট্যাবিলাইজেশন।

মূলত এতে যে কাজ হয়, ক্যামেরার এই প্রযুক্তি ক্যামেরার নড়াচড়া হিসেবে করে। ক্যামেরা নড়ার সাথেসাথে বাইরে থেকে আলো গ্রহন বন্ধ করে দেয়। ফলে পরিবর্তিত যায়গার দৃশ্য ধরা পড়ে না, পাওয়া যায় স্পষ্ট ছবি।

ক্যামেরা কিভাবে একাজ করে সেটা কারিগরী বিষয়। হয়ত তার বিস্তারিত না জানলেও চলে।

ইমেজ ষ্ট্যাবিলাইজেশন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কোন ক্যামেরায় লেন্সে এই প্রযুক্তি যোগ করে দেয়া হয়, কোন ক্যামেরায় ক্যামেরার প্রসেসর এই কাজ করে, কোন ক্যামেরা দুধরনের ব্যবস্থাই থাকে। মূল দুটি ভাগ হচ্ছে অপটিক্যাল ইমেজ ষ্ট্যাবিলাইজেশন এবং ডিজিটাল ইমেজ ষ্ট্যাবিলাইজেশন। অপটিক্যাল পদ্ধতিতে ছবির মান ভাল থাকে।

ষ্ট্যাবিলাইজড লেন্সে এই ব্যবস্থা অন-অফ করার জন্য একটি সুইচ থাকে। ব্যবহার খুব সহজ। ষ্ট্যাবিলাইজেশন ব্যবহারের জন্য সুইচটি অন করুন, ব্যবহার না করলে অফ রাখুন।

মনে হতে পারে অফ করার বিষয়টি আসছে কেন ? সবসময় অন রাখলে সমস্যা কোথায় ?

আপনি যখন ট্রাইপড ব্যবহার করেন তখন যদি ষ্ট্যাবিলাইজেশন অন থাকে, ক্যামেরা ধরে নেয় ষ্ট্যাবিলাইজেশন ব্যবহার করতে হবে। ফলে স্থির ছবিকে ষ্ট্যাবিলাইজ করার চেষ্টা করে। এতে ভালোর পরিবর্তে মন্দ ফল পাওয়া যায়। কম্প্যাক্ট ক্যামেরার ক্ষেত্রে ষ্ট্যাবিলাইজেশন অন-অফ করার কাজ করতে হয় মেনু থেকে।

এতক্ষণ পর্যন্ত ষ্ট্যাবিলাইজেশন শব্দটি ব্যবহার করা হলেও একে ক্যামেরা নির্মাতা এরজন্য একে নাম ব্যবহার করে। নাইকন (নিকন) বলে ভাইব্রেশন রিডাকশন (ভিআর), ক্যানন বলে ইমেজ ষ্ট্যাবিলাইজেশন (আইএস), ট্যামরন বলে ভাইব্রেশন কন্ট্রোল (ভিসি) ইত্যাদি।

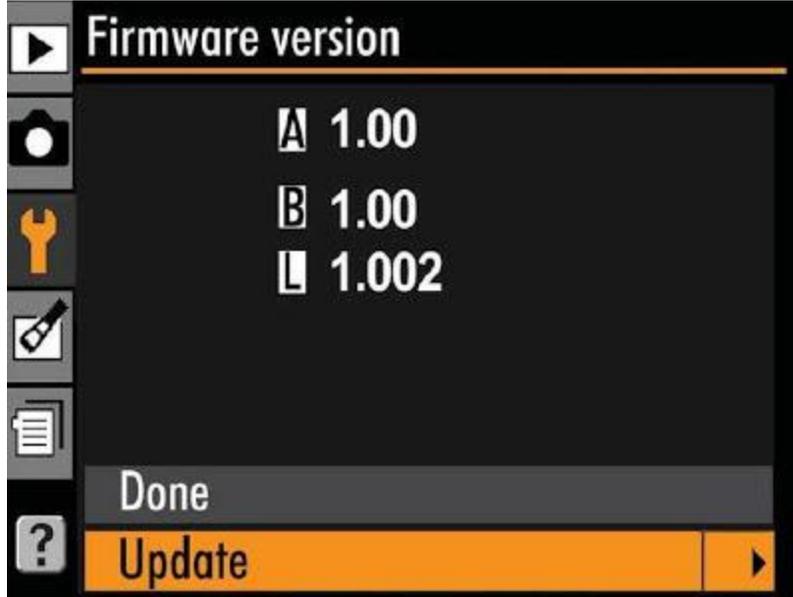
অল্প কথায় ষ্ট্যাবিলাইজেশন ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম;

- ট্রাইপড ব্যবহারের সময় ষ্ট্যাবিলাইজেশন ব্যবহার করবেন না। অন্য সবসময় ব্যবহার করুন।
- এসএলআর ক্যামেরার ক্ষেত্রে ক্যামেরা অফ করার আগে ষ্ট্যাবিলাইজেশন সুইচ অফ করে নিন।
- ক্যামেরা বা লেন্স কেনার সময় ষ্ট্যাবিলাইজেশন আছে কিনা দেখে কিনুন (অবশ্যই ষ্ট্যাবিলাইজেশনসহ লেন্সের দাম বেশি)।
- ষ্ট্যাবিলাইজেশন ব্যবস্থা না থাকলে ট্রাইপড ব্যবহার করুন অথবা যতটা সম্ভব হাত স্থির রাখার চেষ্টা করুন।
- ষ্ট্যাবিলাইজেশন ব্যবহার করে সাধারণত সাধারণ সাটারস্পিডের দ্বিগুন সাটার স্পিড ব্যবহার করা যায়। অল্প আলোয় ছবি উঠানোর সময় একে কাজে লাগান।

অধ্যায়-২০

ডিজিটাল ক্যামেরা কিংবা মোবাইল ফোনে ফার্মঅয়্যার আপগ্রেড করা

ডিজিটাল ক্যামেরা, মোবাইল ফোন ইত্যাদি ডিভাইসে কম্পিউটারের মত ফার্মঅয়্যার নামে সফটঅয়্যার থাকে। এর কাজ হচ্ছে ডিভাইসের বিভিন্ন অংশকে হার্ডঅয়্যার লেভেলে নির্দেশ দেয়া। ক্যামেরাকে উদাহরন হিসেবে ব্যবহার করলে, কিভাবে রং ঠিক করা হবে, কিভাবে জেপেগ কনভার্সনের কাজ হবে, কিভাবে নয়েজ রিডাকশনের কাজ হবে এই নির্দেশগুলি দেয়া থাকে এতে। স্বাভাবিকভাবেই একবারে নিখুতভাবে সবকিছু হবে এটা আশা করা যায় না। সেকারনে কোন ত্রুটি ধরা পড়লে বা কিছু উন্নতি করা হলে তাকে আপডেট সফটঅয়্যার হিসেবে দেয়া হয়। ব্যবহারকারী নিজেই সেটা ইনস্টল করে নিতে পারেন।



উদাহরন হিসেবে এখানে নাইকন ডি-৩১০০ ক্যামেরা উল্লেখ করা হচ্ছে। অন্য ক্যামেরা বা মোবাইল ফোন বা অন্য ডিভাইসের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি কাজে লাগাতে পারেন।

বর্তমান ফার্মঅয়্যার ভার্সন সম্পর্কে জানুন

- মেনু বাটনে চাপ দিন।
- মাল্টি সিলেক্টর বাটন ব্যবহার করে **Firmware version** লেখা অংশে যান এবং **OK** চাপ দিন।
বর্তমান ভার্সনের নাম (সংখ্যা) জানা যাবে।
- ভার্সন এর মান লিখে রাখুন।

- কিভাবে আপডেট করবেন
- নির্মাতার (উদাহরণে নাইকন, আপনার ক্ষেত্রে ক্যানন বা নোকিয়া হতে পারে) সাইটে গিয়ে নির্দিষ্ট মডেলের জন্য সবশেষ ফার্মওয়্যার ডাউনলোড করুন।
- একে জিপ করা অপস্থায় পেতে পারেন। আনজিপ করে নিন। ক্যামেরার কার্ডটি ফরম্যাট করে নিন, এরপর ফাইল সেখানে কপি করুন। অবশ্যই বুটে কপি করবেন, ফোল্ডারের মধ্যে থাকা ফাইল ব্যবহার করা যাবে না।
- ক্যামেরার পুরো চার্জ আছে সেটা নিশ্চিত হয়ে নিন। কার্ডটি ঢুকিয়ে ক্যামেরা অন করুন।
- মেনু বাটনে চাপ দিয়ে ফার্মওয়্যার মেনুতে যান। আপডেট স্ক্রিনে ইয়েস সিলেক্ট করে ওকে চাপ দিন।
- একটি ওয়ার্নিং মেসেজ দেখা যাবে। আপডেট হতে কয়েক মিনিট (২ থেকে ৫ মিনিট) সময় নিতে পারে। এই সময় ক্যামেরায় কিছু করবেন না।
- কাজ শেষ হলে মেসেজটি চলে যাবে। ক্যামেরা অফ করুন এবং কার্ডটি খুলে ফেলুন।
- ক্যামেরা আবার চালু করুন। নতুন ফার্মওয়্যারে ক্যামেরা কাজ করার কথা। আগের পদ্ধতিতে ফার্মওয়্যার ভার্সন চেক করে নিন।

নতুন ফার্মওয়্যার পাওয়া যায় নির্মাতার ওয়েবসাইট থেকে। নিয়মিতভাবে তাদের সাইটে আপডেট বিষয়ে লক্ষ্য রাখুন।

অধ্যায়-২১

ডিজিটাল ফটোগ্রাফি: ক্যানন এসএলআর ক্যামেরা ব্যবহার

বাংলা-টিউটর সাইটে ফটোগ্রাফি সম্পর্কে যাকিছু উল্লেখ করা হয়েছে সব যায়গায় নাইকন ক্যামেরার উল্লেখ করা হয়েছে। একটা কারন হতে পারে সেটা ব্যক্তিগতভাবে পছন্দের। আরেক জনপ্রিয় ব্রান্ড ক্যানন যারা ব্যবহার করেন তারা কিছুটা অস্বাচ্ছন্দবোধ করতে পারেন তাদের ক্যামেরা ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়নি দেখে।



এখানে ক্যানন এসএলআর ক্যামেরার ব্যবহারের পদ্ধতি উল্লেখ করা হচ্ছে। ক্যামেরা মডেল হিসেবে জনপ্রিয় ইওস টি২আই (৫৫০ডি) বেছে নেয়া হয়েছে।

ক্যামেরা পরিচিতি

ক্যানন এবং নাইকন ক্যামেরার সামনের দিকে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। ওপরদিকে পার্থক্যের মধ্যে রয়েছে পাওয়ার সুইচ এবং মেইন ডায়াল, মোড ডায়াল এগুলির অবস্থানে। ব্যবহারের দিক থেকে সত্যিকারের পার্থক্য পেছন দিকে। বাটনগুলি ভিন্ন যায়গায় এবং ভিন্নভাবে সাজানো। আপনি নিশ্চয়ই ছবি দেখে জেনে নিতে পারেন কোটির অবস্থান কি।

কার্ড ছাড়া ছবি উঠানো

ক্যামেরায় যদি মেমোরী কার্ড না থাকে তাহলে সাটার রিলিজ বাটন কাজ করবে না। ক্যামেরার সবকিছু ঠিক আছে কিনা যাচাই করার জন্য মেমোরী কার্ড ছাড়াই ছবি উঠানোর ব্যবস্থা রয়েছে। ছবির প্রিভিউ দেখা যাবে, শুধু সেভ হবে না। ফল হিসেবে যা হয়, আপনার ক্যামেরায় কার্ড নেই অথচ আপনি ছবি উঠিয়ে যাচ্ছেন।

মেমোরী কার্ড না থাকলে ছবি উঠানো যাবে না নিশ্চিত করে নিন।

- ক্যামেরা অন করুন।
- পিছনদিকে মেনু বাটনে চাপ দিয়ে মেনু অন করুন।
- মেনু ডায়াল ব্যবহার করে বামদিকের মেনু ট্যাব সিলেক্ট করুন। মেনুতে নিচের দিকে **Release shutter without card** সিলেক্ট করুন।
- পরের মেনুতে **Disable** অপশন সিলেক্ট করুন।
- মেনু বাটনে চাপ দিন।
- এরফলে কেবলমাত্র কার্ড থাকলেই সাটার রিলিজ বাটন কাজ করবে।



ছবির মান ঠিক করুন

ইচ্ছে করলে আপনি সেন্সরের পুরো রেজ্যুলুশনে ছবি উঠাতে পারেন (অধিকাংশ সবয় সেটা করবেন), অথবা ছবির রেজ্যুলুশন কমিয়ে ছবি উঠাতে পারেন। রেজ্যুলুশন কমানোর একটাই সুবিধে, এতে ফাইলসাইজ ছোট হয়, ফলে অল্প যায়গার কার্ডে বেশি ছবি উঠানো যায়। ক্যাননে ৬টি ভিন্ন ভিন্ন রেজ্যুলুশনে ছবি উঠানো যায়।

- পিছনদিকে মেনু বাটনে চাপ দিন।
- মেইন ডায়াল ব্যবহার করে একেবারে বামদিকের মেনু ট্যাব সিলেক্ট করুন।
- মেনুতে Quality অপশন বের করুন।
- সেট বাটনে চাপ দিন।
- যে সেটিং ব্যবহার করতে চান সেটা সিলেক্ট করুন।

অটো-আইএসও বন্ধ করুন

আলো কম থাকলে আইএসও এর মান নিজে থেকেই বেড়ে যায়, ফল হিসেবে পাওয়া যায় নয়েজযুক্ত ছবি। আপনি অটো আইএসও পরিবর্তণ বন্ধ করে নিজের পছন্দমত আইএসও ব্যবহার করতে পারেন। উজ্জল আলোর জন্য এর মান ১০০ থেকে ২০০ এর মধ্যে রাখা হয়, ঘরের মধ্যে বা মেঘলা দিনে ৪০০ পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়। আপনার কাজ আইএসও যতটা কম রেখে গ্রহনযোগ্য ছবি উঠানো যায়। কখনো কখনো কম আলোর ছবি উঠিয়ে পরবর্তীতে সফটঅয়্যার ব্যবহার করে সেটা ঠিক করে নিতে পারেন, নয়েজ দূর করার বিষয়টি তারচেয়ে জটিল।

- ক্যামেরা চালু অবস্থায় ওপরের দিকে আইএসও বাটনে চাপ দিন।
- মেইন ডায়াল ব্যবহার করে পছন্দের আইএসও সিলেক্ট করুন।
- আরেকবার আইএসও বাটনে চাপ দিন। পরিবর্তন না করা পর্যন্ত পছন্দের আইএসও ব্যবহৃত হবে।

হোয়াইট ব্যালেন্স সেট করা

একে ধরনের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য একেরকম। এর প্রভাব পড়ে সাদা রঙের ওপর। একারণেই কোন ছবি লালচে, কোনটি নিলচে দেখায়। ছবি উঠানোর সময় সকাল, দুপুর, মেঘলা, ফ্লরোসেন্ট বাতি, টাংষ্টেন বাতি, ফ্লাশ ইত্যাদি অনুযায়ী সাদা রঙ কেমন দেখা যাবে ঠিক করে নিতে হয়। একে বলা হয় হোয়াইট ব্যালান্স।

- অটো মোডে হোয়াইট ব্যালান্স ঠিক করা যায় না। ক্যামেরাকে ক্রিয়েটিভ মোডে নিন (যেমন P)

- ক্যামেরার পিছনদিকে **WB** লেখা বাটনে চাপ দিন।
- এরো কি ব্যবহার করে আলোর সাথে মিল রেখে সঠিক সেটিং সিলেক্ট করুন।
- সেট বাটনে চাপ দিন।

ভিউফাইন্ডার ডাইঅপ্টার এডজাস্ট করা

ভিউফাইন্ডার ব্যবহারের সময় সামনের দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না ? এর নিজস্ব ফোকাসের ব্যবস্থা রয়েছে যা পরিবর্তন করে ঠিক করে নেয়া যায়।

- ক্যামেরার সামনে কিছু ফোকাস করুন।
- ভিউফাইন্ডারে সাথে নব ব্যবহার করে ফোকাস স্পষ্ট করুন।

অটোফোকাস/স্ট্যাবিলাইজার অন/অফ করা

আপনি হয়ত ফোকাস রিং ব্যবহার করে ফোকাস করতে চান। যেমন আপনার সামনে একটি গাছের পাতা এবং দূরে আরেকটি ফুল রয়েছে, আপনি চান পছন্দমত এর যেকোন একটিকে ফোকাস করতে। অটোফোকাস অফ করে নিন। কিংবা ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন অফ রাখতে চান ক্যামেরাকে ট্রাইপডে ব্যবহারের সময়

- লেন্সের গায়ে **AF/MF** সুইচ ব্যবহার করে অটোফোকাস অন/অফ করুন।
- লেন্সের গায়ে **Stabilizer On/OFF** লেখা সুইচ ব্যবহার করে স্ট্যাবিলাইজেশন অন/অফ করুন।

সাধারণভাবে এই কন্ট্রোলগুলি ব্যবহার করে আপনি ক্যানন এসএলআর ক্যামেরায় ভাল ছবি উঠাতে পারেন। অবশ্য ভাল ছবির ধারণা একে জনের কাছে একেক রকম।

অধ্যায়-২২

HDR ফটোগ্রাফী

ডিজিটাল ক্যামেরার অনেক উন্নতি হয়েছে, ক্রমাগত হচ্ছে এবং মানুষ ডিজিটাল ফটোগ্রাফিতে মানুষ সন্তুষ্ট। তারপরও বাস্তব সত্য হচ্ছে মানুষ চোখে যেমন দেখে ঠিক সেটাই ছবিতে পাওয়া যায় না। কারন আলো এবং অন্ধকারের বিভিন্ন পর্যায় ছবিতে রেকর্ড করা যায় না। সেইসাথে দুরত্বে বিষয় আছে। একই সময়ে কাছের এবং দুরের বস্তুকে সঠিকভাবে দেখানোর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে। একদিকে প্রাধান্য দিলে আরেক দিককে অবহেলা করতে হয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল যে ব্যবস্থা তা হচ্ছে হাই ডাইনামিক রেঞ্জ (এইচডিআর)।



স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে ডাইনামিক রেঞ্জ বিষয়টি আসলে কি ?

এর নির্ভুল উত্তর নেই। ক্যামেরা নির্মাতা কখনো বলে না ক্যামেরার ডায়নামিক রেঞ্জ কত। অন্যভাবে বললে আলোছায়ার মধ্যে কতদুর পর্যন্ত পার্থক্য রেকর্ড হবে সেটা পরিমাপগতভাবে জানানো হয় না। কাজেই বস্তুত এর কোন সংজ্ঞা নেই। সহজভাবে ধারণা হচ্ছে, প্রতিটি ক্যামেরা আলো এবং ছায়ার মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ লেভেল ধারণ করতে পারে। এটাই ডাইনামিক রেঞ্জ। কাজেই যখন বলা হয় হাই ডাইনামিক রেঞ্জ তখন এই মানকে আরো বৃদ্ধি করা বুঝায়।

অন্যভাবে বললে, ভাল ছবির জন্য প্রয়োজন সঠিক এক্সপোজার। সাধারনভাবে সঠিক এক্সপোজারে যে তথ্য রেকর্ড হয় এইচডিআর তারথেকে কয়েকগুন বেশি তথ্য রেকর্ড করে। একই সময়ে কাছের এবং দুরের বস্তুর জন্য পৃথক এক্সপোজার ব্যবহার করে। ফলে ছবি পাওয়া যায় স্পষ্ট।

কথা হচ্ছে আপনি এইচডিআর ফটোগ্রাফ পাবেন কিভাবে ?

দুভাবে পেতে পারেন। সবচেয়ে ভাল ফল পাবেন ছবি উঠানোর সময় বিশেষ নিয়মে ছবি উঠিয়ে। ছবি উঠানোর পর ফটোশপ বা লাইটরুম ব্যবহার করে এইচডিআর ব্যবহার করতে পারেন। এই সফটঅয়্যারগুলিতে সাধারণভাবে আলো কমবেশি করা ছাড়াও নির্দিষ্টভাবে আলো বা ছায়ার অংশ পরিবর্তন করা যায়। এজন্য এই সাইটেই ফটোশপ টিউটোরিয়াল দেখুন।

ক্যামেরা ব্যবহার করে এইচডিআর ছবি কিভাবে উঠাবেন জেনে নিন। আগেই বলে নেয়া ভাল এইচডিআর ফটোগ্রাফি ভাল কাজ করে আউটডোরে। প্রাকৃতিক দৃশ্য উঠানোর সময়।

- ক্যামেরাকে ট্রাইপডে রাখুন।
- ম্যানুয়েল মোডে যান। এপারচার নির্দিষ্ট করুন।
- ফোকাস করুন এবং এক্সপোজার কন্ট্রোল পরিবর্তন করে বিভিন্ন সেটিংএ অন্তত ৫টি ছবি তুলুন। ছবিগুলির পার্থক্য শুধুমাত্র এক্সপোজারে, অন্যকিছুতে পরিবর্তন করবেন না।
- ছবিগুলিকে এইচডিআর সফটঅয়্যারে ব্যবহার করে একসাথে করুন। ফটোশপ, লাইটরুম ছাড়াও বহু সফটঅয়্যার আছে যেখানে একাজ করা যায়।

মনে হচ্ছে কাজটি বেশ কঠিন। কিন্তু চোখে পড়ার মত উচ্চমানের ছবি পেতে হলে অতিরিক্ত কাজ তো করতেই হয়।